

ডেডলাইন পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাংলায় কেন রয়েছে পাকিস্তানিরা? প্রশ্ন বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মেঃ গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। ঘটনার পর পরই পাকিস্তানিদের ভিসা ক্যান্সেল করেছে ভারত। দেশের কোথাও যেন একজন পাকিস্তানিও না থাকে, এ জন্য প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অভিযোগ, সেই ডেডলাইন পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাংলায় বহাল তবিয়তে রয়েছে একাংশ পাকিস্তানি। তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে রাজ্যের সরকারের কোনও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ বিজেপির। এই অভিযোগে সোমবার নিউমার্কেট থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। পরে ডিসি সেন্ট্রালকে ডেপুটিসিএনও জমা দিতে যান তাঁরা। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি নেতা শীলভদ্র দত্ত, তাপস রায়,



তমোয় ঘোষ, সজল ঘোষেরা। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার ভোট ব্যাঙ্কের পলিটিস্ট করছে। সে কারণেই কাশ্মীরের ঘটনার পরও নিউমার্কেট, এন্টালি, কাশীপুর-সহ কলকাতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এখনও পাকিস্তানিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। রাজ্যের তরফে অবশ্য আগেই জানানো হয়েছিল, পাকিস্তানিদের ভিসা নিয়ে বাংলায় রয়েছে এমন পাকিস্তানির নাগরিকদের সংখ্যা সাকুল্যে ৩০। তাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপির অভিযোগ, সংখ্যাটা ৩০ কেনও মতে নয়, অনেক বেশি। রাজ্য পরিকল্পিতভাবে আসল সংখ্যা ধামাচাপা দিতে চাইছে। এ ব্যাপারে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তাপস রায়, সজল ঘোষার বলেন, কাশ্মীরের ঘটনার পরও এরা জ্যে তৃণমূলের সরকারের কোনও হেলদোল নেই। এদের বলব, আগে নিজেদের ভারতীয় ভাবুন, দেখানেন ভোট ব্যাঙ্কের পলিটিস্ট করছেন হবেন না। ডিসি সেন্ট্রাল না থাকায় পরে তার এক অফিসারকে মোরকফিলি জমা দেন বিজেপি নেতা। তাঁরা জানান, অবিলম্বে পাকিস্তানিদের নিজেদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু না করা হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। এদিকে শুধু পাকিস্তানিদের নয়, বাংলাদেশিদেরও বাংলা তথা ভারত ছাড়া করার হুমিয়ার দিয়েছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এদিন সকালে ইকোপার্ক প্রাভেঞ্জমণ্ডে গিয়ে দিলীপ বলেন, “কেবল পাকিস্তানি নয় বাংলাদেশের নাগরিকদেরও একে একে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। দেশকে বাঁচাতে হলে এটা করতেই হবে।”

চাপ বাড়ল পাকিস্তানের, মোদিকে ফোন করে ‘পূর্ণ সমর্থন’ জানালেন পুতিন



নয়াদিল্লি, ৫ মেঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জ্ঞানদীন পুতিন। গভীর শোক প্রকাশও করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। হামলায় ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় আনতেই হবে বলে ভারত দিয়েছেন পুতিন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের এই বার্তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। কারণ, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার তদন্তে রাশিয়া ও চিনকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে পাকিস্তান। প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে পুতিনের ফোনে কথোপকথনের বিষয়টি জানিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এম্ব হ্যান্ডলে লেখেন, “প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কোন করেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। নিরীহ মানুষের প্রাণহানিতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। নৃশংস হামলায় জড়িত ও তাদের সাহায্যকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় তোলার উপর জোর দিয়েছেন তিনি।” পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা নিয়ে পুতিনের এই বার্তায় পাকিস্তানের উপর আরও চাপ বাড়ল বলে কূটনৈতিক মহল মনে করছে। দিন কয়েক আগেই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাওয়াজা আসিফ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “এই সংকটের সময়ে রাশিয়া কিংবা চিন বা পশ্চিমের দেশগুলি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা একটি তত্ত্বাবধায়ী টিম গঠন করতে পারে। তারা তদন্ত করে দেখতে পারে ভারত সভ্য কথা বলছে কি না। আন্তর্জাতিক টিম খতিয়ে দেখুক।” পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফও আন্তর্জাতিক তদন্তের পক্ষে বলে জানান খাওয়াজা। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের উপর হামলা চালাতো হয়। মৃত্যু হয় ২৬ জনের। দ্য রেকর্ডস্টাল ফ্রন্ট নামে জঙ্গি সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করে। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লঙ্ঘর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন হল টিআরএফ। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কড়া পদক্ষেপ করেছে ভারত। হামলাকারী ও তাদের সাহায্যকারীরা ছাড়া পারে না বলে হুক্মার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এবার মোদির সুরে সুর মিলিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টও হামলায় সাহায্যকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় আনার কথা বললেন। এদিন পুতিনকে রাশিয়ার ৮০ তম বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের আগাম শুভেচ্ছাও জানান। আগামী ৯ মে মস্কোতে ওই বিজয় দিবস উদ্‌যাপন হবে। সেই উদ্‌যাপনে যোগ দিতে এই মুহুর্তে মস্কো যেতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী মোদি। পুতিনকে আগাম শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। একইসঙ্গে চলতি বছরের শেষের দিকে ভারতে দুই দেশের বার্ষিক সম্মেলনে আসার জন্য পুতিনকে আমন্ত্রণ জানালেন মোদি। পুতিন সেই আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

মমতার মুর্শিদাবাদ সফরকে শুভেন্দুর কটাক্ষ ‘প্রচুর টাকা খরচ করে পছন্দের লোক নিয়ে গেছেন’



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মেঃ ওয়াকফ অশান্তির জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল মুর্শিদাবাদ। সম্পত্তি নষ্ট তো করা হয়েছেই, জেলায় খুনও হন তিনজন। সেই ঘটনার দীর্ঘ সময়ে কেটে যাওয়ার পর সোমবার জেলা সফরে গেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তাঁর সফরকে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, পছন্দের লোকজনদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ সফরে গেছেন মমতা। পুলিশকেও আগে থেকে কিছু ব্রিক করে দেওয়া হয়েছে। আর ভুল তথ্য দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুর্শিদাবাদের ঘটনা একটা বড় চক্রান্ত বলে দাবি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলায় গিয়ে মমতা জানিয়েছেন, তিনি কারও বিপক্ষে নন তবে ষড়যন্ত্র, দাঙ্গার বিরুদ্ধে। সাক্ষর, যারা দাঙ্গা লাগায় তারা বাংলার শত্রু। তিনি খোঁজ নিয়েছেন কারা মুর্শিদাবাদের ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন। তাদের শাস্তি হবে, আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তাঁর এও বক্তব্য ছিল, জেলার ২টি ওয়ার্ডে ঝামেলা হয়েছিল। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এই তথ্যকে মিথ্যে বলে দাবি করেছেন। সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু পাণ্টা বলেন, “হিন্দুরা যাতে সমস্যার কথা বলতে না পারেন সে কারণে তাদের গ্রাম ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। মমতা নিজের পছন্দের লোক নিয়ে গেছেন এবং কী বলবেন তা আগে থেকে ব্রিক করা ছিল পুলিশকে। আর ২টি ওয়ার্ডে যে তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তা মিথ্যা। ১০ জায়গার অন্তত ৯০০ পোকান-বাড়ি ভাঙা হয়েছে। স্থানীয়রা অনেকেই ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন।” শুভেন্দুর কটাক্ষ, মমতা বলছেন কেন তাঁকে দায়ী করা হবে। রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী হিসেবে তিনি দায় বেড়ে ফেলতে চাননি। কিন্তু তা পারেন না। সোমবার মুর্শিদাবাদ গিয়ে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, “অন্যন্য একাধিক রাজ্যে নানা ঘটনা ঘটে। মণিপুর, রাজস্থান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রের কোনও প্রতিনিধি যাননি।” তবে বাংলায় কিছু হলেই কেন একদিনের মধ্যেই সব চলে আসে, প্রশ্ন তাঁর। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মমতার সাক্ষর অভিযোগ, “একোবার পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ধর্মের নামে কিছু বহিরাগতরা ভুল কথা ছড়িয়েছে। আর কিছু লোক প্ররোচিত হওয়ার ফলে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর গন্ডগোল লেগেছে।”

‘হিংসার ঘটনা পরিকল্পিত, ধর্মের নামে ভুল প্রচার বহিরাগতদের’

দুরন্ত বার্তা, সূতি, ৫ মেঃ সোমবার মুর্শিদাবাদে পৌঁছেই আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন জেলাশাসকের দফতরের প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, খুব শীঘ্রই তিনি সব সত্যি দেশের সামনে আনবেন। মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনায় কারা, কীভাবে প্রাণিৎ করেছে, সে বিষয়ে নাকি সব তথ্যই আছে, এমনটাই দাবি করেছেন মমতা। এদিন ওই জেলার বিধায়ক, আধিকারিকদের সঙ্গে ৩০ মিনিট ধরে বৈঠক করেন তিনি। বেরিয়ে তিনি বলেন, “হিন্দু মুসলিম সব পক্ষের কথা শুনলাম। আমার সঙ্গে মুখাসাবি ছিলেন।” গত মাসে ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনের নামে মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ অশান্তির ঘটনা ঘটে। পুড়িয়ে দেওয়া হয় একের পর এক বাড়ি। পরিস্থিতি সামলাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। তারপর প্রথমবার সেই জেলায় গেলেন মমতা। সেই অশান্তি নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, “প্ল্যান করে সব করা হয়েছে। এসব বাংলায় সন্তুষ্ট করবে না। আমি এই অশান্তির বিরুদ্ধে। কিছু লোক ধর্মের নামে অশান্তি করছে। আসলে এরা বিধর্মী। এরা অনেক বড় বড় কথা বলেন। আর এদের আর্থিক উৎস কী, সেটাই বিজেপি বলতে পারবে।” এরপরই মুখ্যমন্ত্রী জানান, কারা প্ল্যান করে অশান্তি করিয়েছে, কীভাবে করিয়েছে। সে সব তিনি ক্রস চেক করেছেন। তিনি বলেন, “আর একটু জানা বাকি আছে। আমি পরিস্কার বলছি, সেটুকু পারলে সব সত্য তথ্য দেশের সামনে আসবে।” সোমবার সফরের প্রথম দিনই সূতিতে গেলেও নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে তথ্য দেশের সামনে আসবে। তাঁর দাবি, ওই পরিবারকে বিজেপি জুকিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এমনকী ‘অপহরণ’ করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। জফরাবাদের ওই নিহতদের পরিবার সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে। তাই সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদে গিয়েও তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তিনি বলেন, “এদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু বিজেপি তো সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।”

অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, “আমিও হিন্দু পরিবারের মেম্বার। আমি বিভাজন করব না। আমি চেয়েই থাকলে আমার কাছে সবাই সমান। আমি চাই না কেউ আক্রান্ত হোক।”

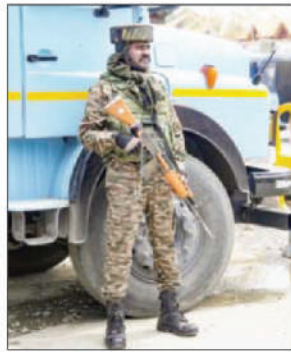


বিজেপির বোঝা উচিত, যারা সাম্প্রদায়িক অশান্তি করে, তাদের আমরা ক্রিমিনাল বলি। তাদের ধর্ম বিচার করি না। বহিরাগতরা এসে ধর্মের নামে অশান্তি করছে।” ওই পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এটা কি কিডনাপিং নয়!” তিনি আরও জানান, পরিকল্পনা ছিল, ক্ষতিপূরণের ১০ লক্ষ টাকা তিনি ওই পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে আসবেন। তার আগেই তাঁকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথা বলার সময় ওড়িশা ও অন্যান্য রাজ্যগুলিকে কড়া বার্তা দেন মমতা। ওড়িশা সরকারের উদ্দেশে মমতা বলেন, “আপনারা কেন আমাদের লোকদের মারবেন। আমি শুনেছি বাংলায় কথা বললেই মারা হচ্ছে। ওড়িশায় মার খাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকরা। মহারাষ্ট্র, বিহারেও ঘটছে এই ঘটনা। আপনারা অত্যাচার করছেন। তাই বলে আমরা করব না। এখানে দেড় কোটি বাহিরের লোক কাজ করে। কারও সঙ্গে কোনও

ভুল বোঝাবুঝি আমি চাই না।” উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে ইউসুফ পাঠান একটি চিঠি লেখেন অমিত শাহকে। সেখানে তিনি দাবি করেন, ওড়িশায় এ রাজ্যের শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে, আধার কার্ড ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তৃণমূল সাংসদ আরও জানান, মুর্শিদাবাদ থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রাণ ভয়ে ফিরে আসছেন বাংলায়। উল্লেখ্য দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। মূর্তি তৈরির কাঁচ কোথায় থেকে পাওয়া গেল? উঠেছে প্রশ্ন। এমনকী সেই কাঁচ নিয়ে পুরী মন্দিরেও শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের মূর্তি তৈরির জন্য যে কাঁচ আনানো হয়, তার উত্ত্বত কাঁচ দিয়েই দিঘায় মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। সেই বিতর্কেই মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা বলেন, “কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে স্বাইওয়ার তৈরি করলে কেউ কিছু বলে না। আর জগন্নাথ ধামটা গায়ে লেগে গেল! বলা হচ্ছে নাকি নিমকাঠ চুরি করেছে। নিমকাঠ চুরি করব কেন? আমার বাড়িতেই তো চারটে নিমগছ আছে। চুরি করব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অবস্থা এখনও হয়নি।” তিনি আরও উল্লেখ করেন, জগন্নাথ মূর্তি তো কিনতেও পাওয়া যায়। ওড়িশা প্রশাসনের উদ্দেশে মমতা বলেন, “শুনিছি নাকি দিঘায় মন্দির যেতে বারণ করা হচ্ছে। কেন? আমি তো পুরী যাই। এত হিসেস? আমি কিন্তু ওড়িশাকে ভালবাসি। ওদের আলুর অভাব হলে বাংলা যোগায়া। স্ট্রাক্টোন হলে সাহায্য করো।” দিঘায় মন্দিরকে জগন্নাথধাম হিসেবে উল্লেখ করা নিয়েও আপত্তি আছে ওড়িশা সরকারের। সে রাজ্যের মন্ত্রী হরিচন্দ্র পুরী মন্দির প্রশাসনকে এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ওই মন্দিরে পুরীরা সেবায়তদের অংশগ্রহণ এবং উত্ত্বত পবিত্র কাঁচ দিয়ে দিঘায় বিগ্রহ তৈরি করা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রত্যাঘাত সময়ের অপেক্ষা? ৭ মে সাধারণ নাগরিক, ছাত্রদের মক ড্রিল করার নির্দেশ কেন্দ্রের



নয়াদিল্লি, ৫ মেঃ ২২ এপ্রিল পাহেলগাঁওয়ে নৃশংস জঙ্গি হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার আবহে ৭ মে সিভিল ডিভিশনকে মক ড্রিল করানোর নির্দেশ দিল কেন্দ্র। সব রাজ্যকে দেওয়া কেন্দ্রের এই আ্যডহাইসরি নিয়ে জঙ্গনা তৈরি হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সাধারণ নাগরিক, ছাত্রদের মক ড্রিল করাতে হবে। এয়ার রেড সিস্টেমের এবং ব্ল্যাক আউটের জন্য প্রস্তুত থাকার কথাও বলা হয়েছে। সাধারণত যুদ্ধের সময়ে বা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে এ ব্যাপারে হাইকোর্টের জারি থাকলেও সমস্যা আছে। ফিরহাদ বলেন, “অনেকে সুইসাইড করতে পারে। প্রয়োজনে সেজনা রোয়ার জলটা বড় করে দিতে হবে। মোট কথা, আমরা চাই মানুষ সচেতনভাবে এগিয়ে আসুক। কিন্তু একাংশ ব্যবসায়ী নোটসের বিরুদ্ধে কোর্টে গেল, এবার আদালত ঠিক করুক।”

অপেক্ষা, সেই নিয়েই জঙ্গনা শুরু হয়েছে। পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গি হানার পর এদিন প্রথম লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে জরুরি বৈঠকে ডেকে পাঠান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সক্ষেবেলা পিএমওতে আসেন রাহুল। সেই ঈশ্বরে হাজির হন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বেশির ভাগই পর্যটক। এই নিয়ে পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলেছে ভারত। তার পরেই সে দেশের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে নয়াদিল্লি। সিদ্ধ জলসৃষ্টি বাতিল করা হয়েছে। সে দেশের নাগরিকদের সন্ধ্যায়োদি এবং মেডিক্যাল ভিসাও বাতিল করা হয়েছে। পাকিস্তানও পাণ্টা কিছু পদক্ষেপ করেছে। এই আরেই গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের হেটক করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবারও প্রধানমন্ত্রী উচ্চপর্যায়ের একটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক করেন। সাক্ষরকালীন আলো যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায়, বাসিন্দাদের সে দিকে নজর রাখতে বলা হয়। সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের এহেন নির্দেশের পরই ফিরোজপুর, পাঞ্জাবে ব্ল্যাক আউটের মক ড্রিল শুরু হয়েছে। তবে কি পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত সময়ের

‘ওপরে ভগবান, তারপরেই আদালত! কোর্ট যেটা ভাল মনে করবে সেটাই হবে’, রুফটপ রেস্টুরা নিয়ে ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মেঃ ওপরে ভগবান, তারপরেই আদালত। আমি তো সামান্য মেম্বর, অনেক নীচে! মহামান্য আদালত যেটা ভাল মনে করবে সেটাই হবে, এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই! বক্তা, ফিরহাদ হাকিম। কলকাতার মহা নাগরিক। গত মঙ্গলবার কলকাতার মেছুয়া বাজারের হোটেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারপ্রাইজ ভিজিট গিয়ে পার্কস্ট্রিটের জরুগৃহ হাতে নাতো ধরেন। এরপরই পার্কস্ট্রিটের ম্যাগমা হাউজের রুফটপ ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। সেই কাজও শুরু হয়। এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গড়িয়েছিল মামলা। ওই

মামলায় সোমবার পুরসভার সেই সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এরপরই কলকাতা রুফটপে নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে একথা বলেন ফিরহাদ। এ প্রসঙ্গে কলকাতা শহরের ছক্সার বারের প্রসঙ্গও টেনে আনেন কলকাতার মহানাগরিক। ফিরহাদের কথায়, “আমি একজন বাবা হিসেবে ছক্সা বার বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। কারণ, এতে নব প্রজন্মের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু মহামান্য আদালত মনে করেছে, তাই চালু রয়েছে। এখানে তো আমার কিছু করার নেই। তবে আমি চাই এসব বিষয়ে মানুষ সচেতনভাবে এগিয়ে আসুক। তাদের সামাজিক দায়িত্ব থাকে উচিত।” আদালত জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পরবর্তী শুনানির



দিন পর্তু ম্যাগমা হাউজের রুফটপ ভাঙা যাবে না। এ ব্যাপারে ফিরহাদ বলেন, “ভাঙতে আমাদেরও ভাল লাগে না, আমরাও কারও ব্যবসায় হাত দিতে চায় না, কিন্তু উপায় না থাকলে কী হবে?” তিনি

বলেন, “যেভাবে রুফটপ হোটেলগুলো গড়িয়ে উঠেছে, সেখানে হাইড্রোলিক ল্যাভার লাগিয়ে রেসকিউ করা যায় না। কারণ, ওগুলো চারিদিক থেকে ঘেরা থাকে। এবার ওপরের আগুন নীচে নেমে গেলে কীভাবে রেসকিউ হবে? তবে কোর্ট মনে করলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।” এ প্রসঙ্গে কলকাতার মহা নাগরিক এও বলেন, “আমি মনে করি যত গেস্ট হাউস, রেস্টুরা রয়েছে তার অডিট হওয়া দরকার, কায়ার ডিপার্টমেন্টকে বলব যাতে জরুগৃহ না হয়ে যায়, সেটা দেখুন।” এ প্রসঙ্গে বাম আমলে স্টিফেন কোর্টে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে ফিরহাদ বলেন, “যদি ছাদে ওঠার কোলাপসিভল গেট খোলা

থাকতো, তাহলে সবাই ছাদে উঠে যেত, ওভাবে সিঁড়িতে অতগুলো লোককে মারা যেতে হত না। হোটেলের নিয়ম হচ্ছে, আগে গেস্টদের রক্ষা করা, এরা তা না করে পালিয়ে গেলে। যতক্ষণ কালো খোঁয়া গিয়ে গ্রাস করল, ততক্ষণ জলন না, মারা গেলে। এটা খুবই দুঃখজনক। কেউই চাইবে না পুনরায় এঘটনা ঘটুক।” রুফটপ খোলা রাখলেও সমস্যা আছে। ফিরহাদ বলেন, “অনেকে সুইসাইড করতে পারে। প্রয়োজনে সেজনা রোয়ার জলটা বড় করে দিতে হবে। মোট কথা, আমরা চাই মানুষ সচেতনভাবে এগিয়ে আসুক। কিন্তু একাংশ ব্যবসায়ী নোটসের বিরুদ্ধে কোর্টে গেল, এবার আদালত ঠিক করুক।”

থাকতো, তাহলে সবাই ছাদে উঠে যেত, ওভাবে সিঁড়িতে অতগুলো লোককে মারা যেতে হত না। হোটেলের নিয়ম হচ্ছে, আগে গেস্টদের রক্ষা করা, এরা তা না করে পালিয়ে গেলে। যতক্ষণ কালো খোঁয়া গিয়ে গ্রাস করল, ততক্ষণ জলন না, মারা গেলে। এটা খুবই দুঃখজনক। কেউই চাইবে না পুনরায় এঘটনা ঘটুক।” রুফটপ খোলা রাখলেও সমস্যা আছে। ফিরহাদ বলেন, “অনেকে সুইসাইড করতে পারে। প্রয়োজনে সেজনা রোয়ার জলটা বড় করে দিতে হবে। মোট কথা, আমরা চাই মানুষ সচেতনভাবে এগিয়ে আসুক। কিন্তু একাংশ ব্যবসায়ী নোটসের বিরুদ্ধে কোর্টে গেল, এবার আদালত ঠিক করুক।”

থাকতো, তাহলে সবাই ছাদে উঠে যেত, ওভাবে সিঁড়িতে অতগুলো লোককে মারা যেতে হত না। হোটেলের নিয়ম হচ্ছে, আগে গেস্টদের রক্ষা করা, এরা তা না করে পালিয়ে গেলে। যতক্ষণ কালো খোঁয়া গিয়ে গ্রাস করল, ততক্ষণ জলন না, মারা গেলে। এটা খুবই দুঃখজনক। কেউই চাইবে না পুনরায় এঘটনা ঘটুক।” রুফটপ খোলা রাখলেও সমস্যা আছে। ফিরহাদ বলেন, “অনেকে সুইসাইড করতে পারে। প্রয়োজনে সেজনা রোয়ার জলটা বড় করে দিতে হবে। মোট কথা, আমরা চাই মানুষ সচেতনভাবে এগিয়ে আসুক। কিন্তু একাংশ ব্যবসায়ী নোটসের বিরুদ্ধে কোর্টে গেল, এবার আদালত ঠিক করুক।”

ওয়েভস প্রতিভা উন্মোচন করেছেঃ সঞ্জয় জাজু



মুম্বই, ৫ মে : ওয়েভস প্রতিভা উন্মোচন করেছে, বিজয়ীদের বৈশ্বিক মঞ্চের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জানালেন কেন্দ্রীয় তথা ও সম্প্রচার সচিব সঞ্জয় জাজু। পয়লা মে থেকে মুম্বইয়ে শুরু হওয়া ওয়েভস সম্মেলনের অন্তিম দিনে সঞ্জয় জাজু বলেছেন, ওয়েভস-এ অংশগ্রহণকারী প্রতিটি স্রষ্টা তারকা হয়ে চলে যাচ্ছেন।জাজু উল্লেখ করেছেন, ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ (সিআইসি) -এ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সঙ্গীতশিল্পীরা তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে ভারতের মর্মকে ধারণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, সরকার ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক সফর এবং পরিবেশনার জন্য সিআইসি-এর সমস্ত সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের আরও প্রতিষ্ঠিত নামগুলির চেয়ে বেশি গ্রহণ করবে।

টানা ১১-দিন সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, প্রত্যাঘাত ভারতেরও

জম্মু, ৫ মে : জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত রাখল পাকিস্তান। পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর এই নিয়ে টানা ১১ দিন। এবারও যথাযোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারত। প্রতিবারই রাতের অন্ধকারে গুলি চাליয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। আর ভারতও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে।সেনার তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার মধ্যরাত থেকে সোমবার ভোররাভের মধ্যে ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা, বারামুল্লা, পুঞ্চ, নওশেরা, রাজৌরি, মেক্লর, সুন্দেরবানি ও আখণ্ডর সেক্টরে গুলি চালায় পাক সেনা। বিনা প্রচোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখার অপর প্রান্ত থেকে গুলি চালানো হয়। পাক সেনাকে গুলির মাধ্যমেই জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা।

পুঞ্চে জঙ্গিদের গোপন আস্তানার হদিশ, মিলল বালতি ও টিফিন বাক্সবোঝাই বিস্ফোরকও



পুঞ্চ, ৫ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে জঙ্গিদের গোপন ঘাটির খোঁজ পেলে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। রবিবার রাতে পুঞ্চের সুরানকোট তেহসিলের মারহাটে এলাকায় জঙ্গিদের ওই আস্তানার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সেখান থেকে অস্ত্রসজ্জ এবং বেশ কয়েকটি আইডি-ও উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জঙ্গিদের গোপন আস্তানা থেকে ৫টি আইইডি, কিছু জামাকাপ ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে খবর, পুঞ্চ জেলার সুরানকোটের ঘন জঙ্গলে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে জঙ্গিদের ওই ঘাটির খোঁজ মিলেছে। সেখান থেকে পাঁচটি বিস্ফোরক ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার হয়েছে। তিনটি টিফিন বাক্সে এবং দু'টি স্টিলের বালতিতে বোঝাই করে ওই বিস্ফোরক গুলি রাখা ছিল। পাশাপাশি, ওই আস্তানা থেকে বেশ কিছু অস্ত্রসজ্জ এবং যোগাযোগের ডিভাইসও উদ্ধার করেছে সেনা ও পুলিশের যৌথ দল।

দিল্লিতে ৫ দিনের মহিলা মহা জনসুনওয়াই শিবির শুরু, শুভসূচনা বললেন রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৫ মে : জাতীয় মহিলা কমিশন দিল্লিতে পাঁচ দিনের মহিলা মহা জনসুনওয়াই শিবির শুরু করেছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের (এনসিডব্লিউ) চেয়ারপার্সন বিজয়া কে রাহাতকর এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন বলেন, এটি একটি খুব ভালো সূচনা। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সমস্ত দুর্দশাপ্রস্তু মহিলারা দ্রুত ন্যায়বিচার পাবেন।জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রাহাতকর



বলেন, এই শিবিরের উদ্দেশ্য হল মহিলাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের দ্রুত

এবং কার্যকর সমাধান প্রদান করা।

তিনি বলেন, জাতীয় মহিলা কমিশন

কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য সশস্ত্র বাহিনীকে হতাশ করছে, তোপ সুধাংশুর

নয়াদিল্লি, ৫ মে : পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকেই একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে। বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে কংগ্রেস নেতৃত্বের

তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ডঃ সুধাংশু ত্রিবেদী। সোমবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন, পহেলগাম হামলার পর ভারত-

পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পাকিস্তান যখন সীমান্তে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিরতি লঙ্ঘন করছে, তখন কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের নেতারা সেনাবাহিনীকে নিশানা করে বিবৃতি দিচ্ছেন।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরণের কর্মসূচি পরিচালনা করছে। তিনি বলেন, কমিশন যে গতিতে মহিলাদের অভিযোগের উপর কাজ করছে, তাতে মনে হচ্ছে বছরের শেষ নাগাদ সমস্ত অভিযোগের সমাধান হয়ে যাবে। তাই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের (এনসিডব্লিউ) চেয়ারপার্সন বিজয়া কে রাহাতকর এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন বলেন, এটি একটি খুব ভালো সূচনা। তিনি আশা প্রকাশ করেন।

একদিকে, কংগ্রেস এবং ইন্ডি দলের নেতারা বলেন, তারা সরকারের পাশে আছেন, কিন্তু অন্যদিকে, তাদের নেতারা এমন বক্তব্য জানাচ্ছেন যা দেশের বিরুদ্ধে এবং সশস্ত্র বাহিনীকে হতাশ করে

অভিনন্দন ও সংবর্ধনা

মাধ্যমিক পরীক্ষায়। তাদের মধ্যে ১৯ জন ডিসিংশন, ৬৮ জন স্টার নম্বর পেয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ৩০০ জন প্রথম বিভাগে, ২৫০ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১০৭ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।আজকের অনুষ্ঠানে বিদ্যাদারতী পুরদাস্তর ক্ষেত্র সাংগঠনিক সম্পাদক ড. পবন তিওয়ারি, শিশুশিক্ষা সমিতি অসমের সভাপতি কুলেঃদরকুমার ভাগবতী, সম্পাদক জগন্নাথ রাজবংশী, সাংগঠনিক সম্পাদক নীরব ঘোষানি সহ সকল পদাধিকারী, পূর্ণকালীন ও অন্য পদমর্যাদার কার্যকরতাগণ মেধাবী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তাদের ভবিষ্যত জীবনের উত্তরোত্তর পূর্ণগতি কামনা করেছেন। নিকে তনগুলির সাফল্যের অন্তরায় বিদ্যমান পরিচালন সমিতির কার্যকর্তা এবং পূরত্যক্ষভাবে সেবা মনোভাবে কটোর পরিশ্রম করে নিষ্ঠা সহকারে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও সংস্কার প্রদানকারী প্রধান-আচার্য সহ সকল আচার্য ও আচার্যাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন তারা।আজকের গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন বিরবাব্দি শংকরদেব শিশু নিকেতনের প্রধানআচার্য অরুণ বুজরবরুয়া।

পিছিয়ে গেল ওয়াকফ আইনকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত শুনানি, নতুন তারিখ ১৫ মে

নয়াদিল্লি, ৫ মে : সুপ্রিম কোর্টে সোমবার সংশোধিত ওয়াকফ আইন ২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। আগামী ১৫ মে বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চে হবে শুনানি। আইনজীবী বরুণ সিনহা বলেছেন, এখন এই বিষয়টি ১৫ মে নতুন বেঞ্চের সামনে শুনানি হবে। প্রধান বিচারপতি আরও বলেছেন, এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে শোনা দরকার। আজ কোনও শুনানি হয়নি। সুপ্রিম কোর্টে ওয়াকফ সংশোধনী আইন মামলার বিষয়ে সিনিয়র আইনজীবী সলমন খুরশিদ বলেন, আমরা এই মামলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।এর আগে সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকার,

আদালতের তোলা বিভিন্ন উদ্দেশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সংশোধিত আইনের বিতর্কিত কয়েকটি ধারার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে। বিতর্ক এড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার জানায়, নথিভুক্ত অথবা বিজ্ঞাপিত ওয়াকফ সম্পত্তিগুলির ওপর সংশোধিত আইনের কোনও প্রভাব পড়বেনা। কেন্দ্রীয় ওয়াকফ সংসদ এবং রাজ্যের ওয়াকফ পর্যদগুলিতে কোনও নিয়োগ করা হবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।এরপরে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক বিরোধীদের অভিযোগগুলির জবাব দিতে সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আদালতে একটি প্রাথমিক হলফনামা জমা দেয়। পাল্টা বিরোধীদের তরফেও নিজেদের বক্তব্য জানানো হয়। এই সব কিছু নির্যই সোমবার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। যদিও, তা পিছিয়ে গিয়েছে।

এনএফ রেল পরিচালিত ডিএইচআর সহ কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা ও সময়সূচি সম্প্রসারিত

গুয়াহাটি, ৫ মেঃ বর্ধিত যাত্রী চাহিদা দূর করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেন জোড়া সংযোজ ট্রেন যথাক্রমে ট্রেন নম্বর ০৯৬২৩০৯৬২৪ উদয়পুর সিটি-ফরবেসগঞ্জ-উদয়পুর সিটি, ট্রেন নম্বর ০১৪০৫০১৪০৬ কোলহাপুর-কাটিহার-কোলহাপুর এবং ট্রেন নম্বর ০৯১৮৯০৯১৯০ মুম্বাই সেন্ট্রাল-কাটিহার-মুম্বাই সেন্ট্রাল-এর চলাচলের সময়সীমা সম্প্রসারিত করেছে। এছাড়া, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার জন্য কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন এবং গতিবেগ বৃদ্ধি করেছে। ট্রেন নম্বর ১৫৪১৭১৫৪১৮ আলিপুরদুয়ার জংশন-শিলঘাট টাউন-আলিপুরদুয়ার জংশন রাজ্যরানি এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নম্বর ৫৫৪৬৫ আলিপুরদুয়ার জংশন-বানমহাট প্যাসেঞ্জারের সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি ১১ মে (২০২৫) থেকে নতুন সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করবে। নতুন সংশোধনীর ফলে ট্রেনের গতিশীলতা বৃদ্ধি, অমেরের সময় হ্রাস এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নত হবে বলে আশা করছেন উত্তরপূর্ব

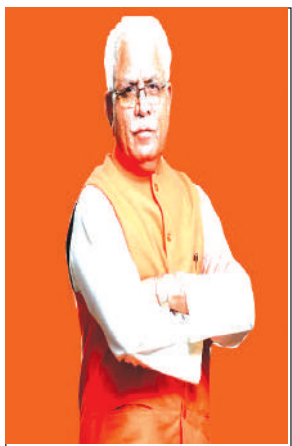
সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।আজ রবিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানান, ট্রেন নম্বর ০৯৬২৩ উদয়পুর সিটি-ফরবেসগঞ্জ আলগামী ৬ মে থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবার অতিরিক্ত চারটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে। ট্রেন নম্বর ০১৪০৫ কোলহাপুর-কাটিহার ৪ মে থেকে প্রত্যেক রবিবার অতিরিক্ত চারটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে।এছাড়া ট্রেন নম্বর ০৯১৮৯ মুম্বাই সেন্ট্রাল-কাটিহার ৩ মে থেকে প্রত্যেক শনিবার অতিরিক্ত পাঁচটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে এবং ট্রেন নম্বর ১৫৪১৭ ফরবেসগঞ্জ-উদয়পুর সিটি ৮ মে থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত চারটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে।এছাড়া ট্রেন নম্বর ০৯১৮৯ মুম্বাই সেন্ট্রাল-কাটিহার ৩ মে থেকে প্রত্যেক শনিবার অতিরিক্ত পাঁচটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে এবং ট্রেন নম্বর

০৯১৯০ কাটিহার-মুম্বাই সেন্ট্রাল ৬ মে থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবার অতিরিক্ত পাঁচটি ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত পরিষেবার সাথে চলবে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান সময়সূচি, রুট, কয়েদের গঠন, স্টপেজ এবং পরিষেবা অব্যাহত রাখবে। প্রেস বিবৃতিতে কপিঞ্জল কিশোর শর্মা আরও জানান, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) ডিভিডের মরসুমে সর্বাধিক সংখ্যক পর্যটকদের সামাল দিতে পাঁচটি স্পেশাল ডিজেল জয়রাইড ট্রেনের চলাচল সম্প্রসারিত করেছে। ট্রেন নম্বর ০২৫৪৬ দার্জিলিং-মুম-দার্জিলিং স্পেশাল ডিজেল জয়রাইড এখন ১১ মে থেকে তার সম্প্রসারিত পরিষেবা শুরু করে ১৫ জুলাই পর্যন্ত চলবে। এছাড়া, ০২৫৪৭, ০২৫৪৮, ০২৫৪৯ এবং ০২৫৫০ নম্বর দার্জিলিং-মুম-দার্জিলিং স্পেশাল ডিজেল জয়রাইডের পরিষেবাও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই সম্প্রসারিত পরিষেবা ১ থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।আগামী ১১ মে থেকে সংশোধিত সময়সূচির সাথে ট্রেন নম্বর ১৫৪১৭ আলিপুরদুয়ার

জংশন-শিলঘাট টাউন রাজ্যরানি এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ১৮ঃ৪৫ ঘটায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ৯ঃ০৫ ঘটায় শিলঘাট টাউন পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নম্বর ১৫৪১৮ শিলঘাট টাউন-আলিপুরদুয়ার জংশন রাজ্যরানি এক্সপ্রেস ১২ মে থেকে শিলঘাট টাউন থেকে ১৮ঃ০০ ঘটায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ৭ঃ৬ ঘটায় আলিপুরদুয়ার জংশন পৌঁছবে। ট্রেন নম্বর ৫৫৪৬৫ আলিপুরদুয়ার জংশন-বানমহাট প্যাসেঞ্জার ১১ মে থেকে সংশোধিত সময়সূচি সহ আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ৬ঃ১০ ঘটায় রওয়ানা দিয়ে একই দিন ০৮ঃ৫ ঘটায় বানমহাট পৌঁছবে।এই ট্রেন গুলির রুট, স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য প্রেস বিবৃতিত মাধ্যমে যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

খাট্রারের জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, হরিয়ানায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন

নয়াদিল্লি, ৫ মেঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্রারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্রার জি-কে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা। নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে কল্টিশালী করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি। সোমবার মনোহর লাল খাট্রারের ৭১-তম জন্মদিন উ পালক্ষ্যে হরিয়ানার পঞ্চকুলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রেখা শর্মা। তিনি বলেছেন, আজ আমাদের দেশের একজন মহান নেতার জন্মদিন, যিনি প্রায় ১০ বছর ধরে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি তাকে আন্তরিক



অভিনন্দন এবং শুভকামনা জানাতে চাই। দেশে তাঁর মতো মানুষের প্রয়োজন-যারা দেশ গঠনে অল্পান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে হরিয়ানা এবং দেশ উভয়েরই সেবা করেছেন। আমি তাঁর অব্যাহত সাফল্য এবং বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

আমাদের কাছে অতিরিক্ত জল নেই, হরিয়ানার সঙ্গে বিরোধ প্রসঙ্গে ভগবন্ত মান

ধর্মশালা, ৫ মে : হরিয়ানার সঙ্গে জল-বিবাদ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তিনি স্পষ্টভাবে জানালেন, আমাদের কাছে অতিরিক্ত জল নেই। হরিয়ানার সঙ্গে জল বণ্টন বিরোধের বিষয়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান সোমবার বলেছেন, জল নিয়ে কোনও বিরোধ নেই। হওয়া পঞ্জাবের পক্ষে। হরিয়ানা নিজেদের ভাগের চেয়ে বেশি জল চাইছে।হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভগবন্ত মান বলেছেন, তাঁরা (হরিয়ানা) যে



যুক্তি দিচ্ছে তা হল, আগেও তাঁরা (ভাগের চেয়ে বেশি) জল পাচ্ছিল। আমরা রাজ্যে আমাদের খাব ব্যবস্থা উন্নত করেছি। আমাদের কাছে অতিরিক্ত জল নেই বলে।

সিমলার সানজৌলিতে যোভাবে মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল, তা বেআইনিঃঅনুরাগ ঠাকুর



ধর্মশালা, ৫ মে : শিমলার এমসি আদালত সানজাউলি মসজিদ সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে, এ বিষয়ে মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, ওয়াকফ বোর্ডের মানসিকতা হল তারা কখনই নথি দেখাবে না। শিমলার সানজাউলিতে যেভাবে মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল, তা অবৈধ ছিল। জমির কোনও নথি ছিল না। কয়েক মাস পরেও, নথি উপস্থাপন করা যায়নি। দেশে আরও বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে যেখানে ওয়াকফ দলিল ছাড়াই জমি দখল করেছে।জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, দেশবাসী পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছে। বিশ্বজুড়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ভারত সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে, সঠিক সময়ে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

নিষিদ্ধ মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় হামলা, ক্যানিংয়ে আক্রান্ত বৃদ্ধ দম্পতি

ক্যানিং, ৫ মে : নিষিদ্ধ মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে আক্রান্ত হলেন বৃদ্ধ দম্পতি। বাবা-মাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মেয়েও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি বয়ারসিং আখন্দ পাড়া এলাকায়। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। আহত আব্দুল হামান আখন্দ, তাঁর স্ত্রী হাসিনা আখন্দ ও মেয়ে হালিমা মীরকে রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সাইফুদ্দিন গাজী নামে এক ব্যক্তি এলাকায় নিষিদ্ধ মাদকের কারবার করছে অনেকদিন ধরেই। সম্প্রতি এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলের সামনে বসে সেই মাদক বিক্রি করছে। আব্দুল হামান ও তাঁর ছেলে শামিম হক আখন্দ এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। তাদের দাবি, এলাকার যুব সমাজ এই নিষিদ্ধ মাদক খেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই মাদক স্কুলের সামনে যাতে সাইফুদ্দিন না বিক্রি করে সে বিষয়ে তাকে সতর্ক করেন তাঁরা। অভিযোগ, সেই কারণে রবিবার রাতে আচমকই তাদের উপর চাাও হয়ে বোখাক মারধর করে সাইফুদ্দিন ও তার অনুগামীরা। মারধরের পাশাপাশি শামিমের দোকানে ভাঙচুর চালায় অভিযুক্তরা। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। রবিবার গভীর রাতে এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। আব্দুল হামান বলেন, দিলের পর দিন ওই একটা পরিবার এলাকায় মাদক বিক্রি করছে। আগে গ্রামের ভিতরে করতো। গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করায় এবার রাত্তর মুখে স্কুলের সামনে নাকি করছে। আমি বারক করেছিলাম, এসব নেশার সামগ্রী যাতে এখানে না বিক্রি করে, সেই কারণে আমাদের উপর হামলা হয়েছে। শামিম বলেন, এলাকার যুব সমাজ, কিশোর সকলেই মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছে। বার বার বলা হলেও শোশেনি সাইফুদ্দিন। আমরা প্রতিবাদ করছি, বলে আমাদের দোকান ভাঙচুর করেছে, মারধর করেছে, দোকানে পুটপাট করেছে। পুলিশ এলে পুলিশের সাথেও ওদের ধ্বস্তাধুতি হয়। এই ঘটনায় একজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

রাজ্যপালের রাষ্ট্রপতি শাসন জরিব সুপারিশকে স্বাগত জানালেন তথাগত

কলকাতা, ৫ মে : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশকে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।সোমবার তথাগতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোস পুর্নদায়িত্ব এবং অন্যান্য শ্বানের মর্শিদাতি সঠিক ভাবে এবং বহুনিষ্ঠভাবে মূহ্যয়ান করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ করেছেন। এটি রাজ্যপালের কাজ। এখন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা রাজনৈতিক নেতৃবৃকেই সিদ্ধান্ত নিতে



হবে। বলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেনম যে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন দরকার আছে। কারন মূর্শিদাবাদ প্রসঙ্গে নিরে বলেন, খবর সূত্র থেকে জানান।

দুরন্ত বার্তা স্বস্তির বৃষ্টি রাজস্থানে, পালিতে দমকা হাওয়ায় ভেঙে পড়ল গাঁছ

জয়পুর, ৫ মে : স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল মক্কারাজ রাজস্থান। সোমবার সকালে রাজস্থানের পালি, উদয়পুর, আজমের-সহ বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে গরম থেকে স্বস্তি পেয়েছেন রাজস্থানের মানুষজন। পালি জেলায় আবার বৃষ্টির পাশাপাশি প্রবল বেগে দমকা হাওয়া বইতে থাকে।পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সোমবার সকাল থেকেই আজমের জেলার বেওয়ায়ে বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি বজ্রপাত হয়। বার ফলে তাপমাত্রা কমে গিয়েছে অনেকটাই, তাপ থেকে স্বস্তি পেয়েছেন জেলাজুড়ে তীব্র বাতাস বইতে থাকে এবং শহর ও আশেপাশের এলাকায় দুই ঘণ্টা ধরে বিদ্যু বিচ্ছিন্ন থাকে। সোমবার সকাল থেকে পালি জেলাতেও প্রবল বৃষ্টিপাত এবং দমকা হাওয়া বইতে থাকে। গাছপালা ভেঙে পড়ে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২২বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ৬মে ২০২৫, ৫৩৯ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২১ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাব্দ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দ, বাংলাব্দঃ২০ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৯বৈশাখ ১৯৪৭, ঐশ্বেঃ৩০ লম্বাটা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৯৪৬ খিজ্রী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৪২ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ০৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ তিথিঃ আমাষ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত।কলকাতাঃ উত্তরভাট্রাদপ রাষ্টিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃমাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্দ্রা যোগঃব্রহ্ম রাষ্টিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাষ্টি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৬৫ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৬ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাষ্টিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩০ঃ৫৭ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৭ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাষ্টিঃ ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ০৩ পর্যন্ত।গ্রহঃক্ষুট (সূর্য উদয় কালীঃ)৪বিঃ১১ঃ৫৯ঃ১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ১১২০৫৬২৩ (২৭) ৫ পদমঙ্গলঃ২২৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯৫৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৫৫৫৫১৯ (২২) ৩ পদবৃহ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত।মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ৪০ঃ০৬ পর্যন্ত।বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত।মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৫৪ পর্যন্ত।কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ১৩ পর্যন্ত।সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত।কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত্রি ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত।বৃশ্চিক রাশি রাত্রি ১১ঃ২ঃ২ ৫৭ পর্যন্ত।ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত।মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

তীব্র দহনঝালার মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেরও। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ০৪ মে এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৭০ এপ্রিল পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তার আগে শনিবারও অমেঘ গরম সহ্য করতে হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ধর্মাত্মক গমনে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা। শনিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৫-৮মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৭ টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫১ মিনিট। ভাটা-সকাল ১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ১০মিনিট। সূর্যঃ উদয়ঃ সকাল ৫টা ৫৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৫মিনিটে।

এস ইউ সি আইকে হারিয়ে সমবায়ের ক্ষমতায় এলো শাসক ত্নমূল কংগ্রেস দক্ষিন বারাসাতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৫ মেঃ রাজ্যের সমবায় নির্বাচন চলছে। বিধানসভা ভোটের আগে শাসক ত্নমূল কংগ্রেসের নিজেদের ক্ষমতা হাতে রাখার পরীক্ষা এই সমবায় নির্বাচন। দীর্ঘ ৪৮ বছর এস ইউ সি আই এর ক্ষমতায় থাকা দক্ষিণ বারাসাত সমবায় ব্যাংকের ক্ষমতা এবার চলে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। রবিবার জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসাত সমবায় ব্যাংকের নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৬৩ টি আসনে এই ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হয় নটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে। দক্ষিণ বারাসাত গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসটি বুথ এবং হরিনারায়নপুর অঞ্চলের দুটি বুথ মোট নটি বুথে এই ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ বারাসাত গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩ টি আসন ও হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ টি আসন নিয়ে এই ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার। রাজ্যের প্রাচীন সমবায় ব্যাংক গুলির মধ্যে অন্যতম সমবায় ব্যাংক এটি। গ্রাহক সংখ্যার বিচারে এই সমবায় রাজ্যের



মধ্যে অন্যতম বড়। ১৯৪৫ সালের প্রতিষ্ঠিত এই সমবায়ের গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৯ হাজার। রবিবার কড়া পুলিশি পাহারার মধ্যে দিয়ে এই ভোট পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং ভোট গণনা হয় রাত পর্যন্ত ফলাফলে দেখা যায় ৬০ টি আসনের মধ্যে কুড়িটি আসনে জয়লাভ করেছে শাসক ত্নমূল কংগ্রেস ও চারটি আসনে জয়লাভ করেছে এস ইউ সি আই এবং বাকি ছয়টি আসনের ফলাফল অমীমাংসিত অবস্থায় রয়ে গেছে যা আগামী দিনে

ভোট গ্রহণের মধ্য দিয়ে ফলাফল ঘোষিত হবে বলে জানা গেল। এ দিন জয়ের পরে সবুজ আবার মেখে আনন্দ উৎসবে মাতেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস সহ বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিন জয়ের পরে জয়নগরের বিধায়ক দাস বলেন, প্রথমে কংগ্রেস ও তার পরে দীর্ঘদিন ধরে এসইউসিআই এর হাতে থাকার পরে এলাকার উন্নয়নে এই সমবায়

উন্নয়নের দিকে পিছিয়ে পড়ে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় দীর্ঘ ১০ বছর পর সমবায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এই দক্ষিণ বারাসাতে। আমরা এতদিন এখানে ঢুকতে পারি নি।আর এবারে আমরা মানুষের রায়ে ক্ষমতায় এসেছি। সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজ হবে। উল্লেখ্য, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এই দক্ষিণ বারাসাতের বাসিন্দা। তাই বিধানসভা ভোটের কয়েকমাস আগে এই সমবায়ে জেতা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছিলো শাসক ত্নমূল কংগ্রেসের কাছে। আর এ দিনের এই জয় শাসক ত্নমূল কংগ্রেসের কাছে বাড়তি ভাবে অস্বিচ্ছেন জোগালো বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তবে ত্নমূল ব্যালট বাগ্ন ছিলতাই, ছাড়া ও জয়ী হন এই সির প্রার্থীদের সাংস্প্রতিক আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজপাল সিডি আনন্দ বোস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩৬৫ ধারা লাগু করার জন্য যে সুপারিশ করেছেন বলে খবর তা নিয়ে সোমবার মুর্শিদাবাদ রওনা হওয়ার আগে হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও খবর নেই। রাজ্যপাল অসুস্থ। আমি তাঁর

হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মে ঃ সোমবার মুর্শিদাবাদ সফরে রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেলিকপ্টারে বহরমপুরে পৌঁছে তিনি সার্কিট হাউসে থাকবেন। মঙ্গলবার বহরমপুর বারাক স্কোয়ার মাঠের হেলিপ্যাড থেকে কপ্টারে ধূলিয়ান রওনা হবেন। সুতির ছাব্বাটি ময়দান প্রশাসনিক সভা করবেন তিনি। সেখান থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা এবং শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড থেকে হেলিকপ্টারে রওনা হন তিনি। তার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজপাল সিডি আনন্দ বোস কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩৬৫ ধারা লাগু করার জন্য যে সুপারিশ করেছেন বলে খবর তা নিয়ে সোমবার মুর্শিদাবাদ রওনা হওয়ার আগে হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও খবর নেই। রাজ্যপাল অসুস্থ। আমি তাঁর

মুন্সিরহাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বরযাত্রীর গাড়ি, জখম ৭

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মে ঃ হাওড়ার মুন্সিরহাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বরযাত্রীর গাড়ি, জখম ৭। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার জগতবল্লভপুরের মুন্সিরহাট শিমুলতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর, মুন্সিরহাটের দিক থেকে আমতার দিকে যাওয়ার সময় বরযাত্রী বোঝাই একটি টাটা সুমো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায়। ঘটনায় আহত হন কমপক্ষে ৭ জন যাত্রী। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আশপাশের বাসিন্দারা। আসেন জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে ত্রিবিজ্ঞানের অবস্থার অবনতির কারণে তাঁদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা। পুলিশ গাড়িটি আটক করেছে।

সেলফি তুলতে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ প্রৌড়ের

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মে ঃ হাওড়ার বালি ব্রিজ ঘুরতে এসে গাড়ি থামিয়ে সেলফি তুলতে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ প্রৌড়ের, উদ্ধারে গঙ্গায় নামানো হচ্ছে ডুবুরি। সোমবার বিকালের ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নির্খোঁজ ব্যক্তির নাম তাপস রঞ্জন চক্রবর্তী (৫৫)। তিনি বাগুইআটির নারায়ণতলা শিবশঙ্কর বিল্ডিং এর বাসিন্দা। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালি থানার পুলিশ এবং রিভার ট্রাফিক পুলিশ। জানা গেছে, তাপস বাবু পরিচিত এক গাড়ি চালকের সঙ্গে বালি ব্রিজ ঘুরতে এসেছিলেন। ফেরার পথে বালি থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার সময় আচমকাই তিনি সেলফি তোলার নাম করে গাড়ি থেকে নেমে বালি ব্রিজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। গঙ্গায় তলিয়ে যান তিনি। ঘটনাস্থলে আসে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ।

সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি। এদিন দীঘার জগন্নাথধাম সম্পর্কে পুরীতে পুলিশে অভিযোগ দায়ের নিয়ে তিনি বলেন, বিজেপির নেতারা মন্দির তৈরি করেন। তাতে কোনও দোষ নেই। এখানে মন্দির হয়েছে তাতে বিজেপির রাগ কিসের ? এদিন তিনি আরও বলেন, শান্তি এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর তিনি মুর্শিদাবাদে যাচ্ছেন। সেখানে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন বহরমপুরে। আগামীকাল তিনি হিংসা বিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন। এছাড়াও হিংসার বলি দুর্জনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার কথা। মমতা বলেন, আমি এখন বহরমপুরে যাচ্ছি। সেখানে একটা প্রশাসনিক বৈঠক হবে। সেখান থেকে কাল ধূলিয়ানে যাব। আমি জানি, ওখান থেকে সকলকে নিয়ে চলে এসেছে। সে নিকা যারা আছেন, আমি তাঁদের সঙ্গেই কথা বলব। তাঁদের কথা শুনব। বাড়ি করে দেব। যাঁদের দোকান ভেঙেছে, তাঁদের সাহায্য করব। মমতা বলেন, রাজ্য সরকারের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত ছিল। আমরা তা দিতেই



যাচ্ছিলাম। কেউ টাকা না নিতে চাইলে সেটা তো আমাদের হাতে নেই। মুর্শিদাবাদে আমি আগেও যেতে পারতাম। কিন্তু যতক্ষণ শান্তি না ফিরছে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়। আমি সেটাকেই ঠিক মনে করি। অনেক দিন আগে সেটা ঘোষিত। তাই সে সব মিটিয়ে আমি এখন মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি। এদিন মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন বিজেপি রেল নিয়ে রাজনীতি করছে। তাদের কোনও অনুষ্ঠান থাকলে ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়। তিনি দ্বারের রেলমন্ত্রী ছিলেন। তিনি জানেন ট্রেন বাতিলের নিয়ম কি। কিন্তু ট্রেনের জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিলেও বিজেপির চাপে ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। যা ঠিক নয়। হুগলির আধা সেনা জওয়ান পূর্ণম আনেক দিন আগে সেটা ঘোষিত। তাই সে সব মিটিয়ে আমি এখন মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি। এদিন মমতা

বিরলতম রোগে আক্রান্ত শিশুকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো ত্নমূল বিধায়ক

দূরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৫ মেঃ বিরলতম রোগে আক্রান্ত শিশুকে বাঁচাতে ১৬ কোটি টাকার ভ্যাকসিনের প্রয়োজন, এগিয়ে এলেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক তথা অভিনেত্রী লাভলী মৈত্রী। বিরলতম রোগে আক্রান্ত সোনারপুরের এক বছরের শিশু রিখিকা দাসের চিকিৎসার জন্য শুরু হয়েছে জীবনমরণের লড়াই। মাত্র চার মাস বয়সে তার শরীরে ধরা পড়ে স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি টাইপ এক,এটি একটি বিরল ও প্রাণঘাতী রোগ। ধীরে ধীরে তার শরীরেরনাচড়ার ক্ষমতা কমে যেতে শুরু করা পা ও ঘাড়ের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। শিশুর এই হঠাৎ শারীরিক অবনতিতে চিন্তায় পড়ে যান বাবা বাপন দাস ও মা হৈমন্তী দাস। চিকিৎসকদের পরামর্শে পরীক্ষা করানোর পর নিশ্চিত হয় রিখিকা -তে আক্রান্ত। এই রোগের একমাত্র কার্যকর প্রতিকার হল একটি ভ্যাকসিন, যার দাম প্রায় ১৬ কোটি টাকা। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশরের শিক্ষক বাপন দাস ও তার পরিবার এই বিপুল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহে এগন দিলেহারা। ইতিমধ্যে তারা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। সাংসদ



অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় প্রকল্পে ইতিমধ্যেই চিকিৎসার প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এবার এই লড়াইয়ে পাশে দাঁড়াল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিধায়ক লাভলী মৈত্রী রিখিকার মা হৈমন্তী দাসের হাতে ৮ লক্ষ টাকার একটি চেক তুলে দেন এবং আরও সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি জানান, এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও জানানো হয়েছে। লাভলী মৈত্রী বলেন, রিখিকার জন্য আমরা সবাই লড়বো। সকলের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি, আসুন আমরা একসাথে এই শিশুকে নতুন জীবন দিই। রিখিকার মা হৈমন্তী দাস কাঁদতে কাঁদতে বলেন,আমার

মেয়ের বাঁচার আর মাত্র এক বছর সময় আছে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, একটু করে সাহায্য করুন, যাতে ওর প্রাণ বাঁচে। এই আবেদনে ইতিমধ্যেই সাড়া দিতে শুরু করেছেন অনেকের। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে সাহায্যের বার্তা। শিল্পী, সংগীতশিল্পী, সমাজসেবী ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে একটি বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হয়েছে রিখিকার প্রাণ বাঁচাতে। সোনারপুরের রূপনগরের এই ছোট্ট মেয়েটির পিছে পাড়াতে এখন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সাহায্যই একমাত্র আশার আলো। একটি শিশুর প্রাণ যেন টাকার অভাবে হারিয়ে না যায়এই আবেদন নিয়েই এগিয়ে চলছে দাস পরিবার।

নববারাকপুরে ৫২ কোটির জলপ্রকল্পর শিলান্যাস মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

নববারাকপুর, ৫ মেঃ নববারাকপুরে উন্নয়নের মুকুটে নবতম নতুন পালক ৫২ কোটির জলপ্রকল্পর। শহরে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার আরও উন্নতিসাধনে প্রতিস্থাপন হবে ২ টি ভূগর্ভস্থ রিজার্ভার ও ৬ টি নতুন ওভারহেড ট্যাঙ্ক। সোমবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের পূর্ব কোদালিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে প্রকল্পের শিলান্যাস করেন বিধায়ক তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রিমোট কন্ট্রোল চিপে জলপ্রকল্প



বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এর একান্তিক উদ্যোগে ৫২ কোটি ব্যয়ে নির্মিত হবে জলপ্রকল্প। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন, বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একসাথে একত্রিত হয়ে সকলে সামিল হয়েছি কাজটি সুন্দর সূষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে। জলের অপর নাম জীবন। পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ উন্নীতসাধনে ৫২ কোটি টাকা প্রকল্পে দুটি অত্যাধুনিক আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার এবং তিনটি ওভারহেড ট্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন হবে। তারই শিলান্যাস হল পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডে পূর্ব কোদালিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে। এখানে হবে একটি ভূগর্ভস্থ রিজার্ভার। পুরসভার ৪ ও ১৬ নং ওয়ার্ডের পূর্ব কোদালিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে। এখানে হবে একটি ভূগর্ভস্থ রিজার্ভার। পুরসভার ৪ ও ১৬ নং ওয়ার্ডের বহু দিনের পুরনো কম জলধারন ক্ষমতা সম্পন্ন জলের ওভারহেড ট্যাঙ্ক কে ভেঙে নতুন জলধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাঙ্ক করা হবে। ৪ নং ওয়ার্ডের দুর্গা বাড়ি রোডে হবে নতুন আন্ডার গ্রাউন্ড পানির মন্দির। ১৯৬৫ সালে পুরসভা স্থাপন এত কোটি টাকার

কাজ হয়েছে বলে জানা নেই বর্তমান পুরপ্রধানে। ইতিমধ্যেই কাজের বরাদ্দ হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। আগামী দু বছর সময় কাজ শেষ হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং পুরসভার যৌথ উদ্যোগে হবে এই ৫২ কোটি টাকার জলপ্রকল্প। বেশির ভাগ অংশ রাজ্য সরকারের। আগামী পঞ্চাশ বছর নববারাকপুর মানুষ সূষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে জল পরিষেবা পাবেন কোন অসুবিধা হবে না বলেন পুরপ্রধান। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের উদ্যোগে খুব শীঘ্রই ১০০ কোটি টাকার ড্রেনেজ সিস্টেমের প্রকল্পের কাজ শুরু হবে নববারাকপুর শহরে। বিশেষত পিছিয়ে পড়া ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডের নাগরিকরা জল নিকাশির অনেকে টাই উপকৃত হবেন। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, কেএমভির সুপার রাহুল বসু, কার্যনির্বাহী অধিকারিক চঞ্চল সরকার, থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য, পুরসভার বড়ো বাবু দেব প্রসাদ রাহা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি নিখিল মালো, মিহির দে সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি গন।

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৫ মেঃ ভয়াবহ মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় এবারের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ দুই ছাত্র সহ নিহত তিন জন। সোমবার সকালে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাগনান খালনা রোডের ধারে তিনজনের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতদের নাম বিকাশ ঘোষ (৬০),রিতেশ ঘোষ (১৬),রাকেশ মন্ডল (১৬)। স্থানীয়

সূত্রে জানা গেছে সোমবার সকালবেলা ওই এলাকা দিয়ে যাওয়া লোকজন রাস্তার ধারে তিনটি দেহ পড়ে থাকতে দেখে এবং পাশে একটি ক্ষতিগ্রস্ত মোটরসাইকেল পড়ে থাকতে দেখে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের খবর দিলে ঘটনাস্থলে বাগনান থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ তিনটি উদ্ধার করে, এবং ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই তিনজন জয়পুর থানা এলাকার তেলিবেড়িয়া গ্রামে একটি কালীপূজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অনুষ্ঠান শেষে রাত্রে ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর বাইকটি একটি বাদাম গাছে ধাক্কা মারো। যার ফলে দ্রুত গতিতে

আসা মোটরবাইকে থাকা তিনজন বাইক থেকে ছিটকে পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। সম্ভবত গভীর রাত্তে উদ্ধার এলাকা হবার জন্য কেউ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাতে পারে নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তীর গতিতে মোটর বাইক চলায় এই মর্মান্তিক মৃত্যু। উল্লেখ্য মৃতদের রিতেশ ঘোষ ও রাকেশ মন্ডল সদ্য মাধ্যমিক পাশ করেছে।

শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের অধিকার কেড়ে নেওয়া বন্ধ করতে হবে, বিক্ষোভ

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মে ঃ পার্সেল বুকিং এজেন্ট এবং শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের অধিকার কেড়ে নেওয়া বন্ধ করতে হবে দাবি তুলে হাওড়া স্টেশনে ডিআরএম অফিসের বাইরে বিক্ষোভ হাওড়া পার্সেল এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের। তাঁদের দাবি, টেন্ডার করা যাবে না। এই নিয়ে সোমবার হাওড়া স্টেশনে ডিআরএম অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাঁদের অভিযোগ, তাঁরা কয়েক পুরুষ ধরে

এই কাজ করে আসছেন। আগে পার্সেলে বুকিং করে তবে মাল তোলা হতো। এখন সব বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এক আন্দোলনকারী বলেন, রেলকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে সার্ভিস দিছি। পার্সেল বুকিং করে মাল তোলা হত। ৮ই মে টেন্ডারের তারিখ দিয়েছে। আমরা বলেছি টেন্ডার হবে না। রেল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আমাদের কথার কোনও উত্তর দেয়নি। জবাব দিতে হবে কেন বুকিং হলো না। আরেক আন্দোলনকারী বলেন,

পার্সেল অফিসের ভিতর যারা শ্রমিকের কাজ করেন মা দালালি করছেন তাঁদের রুজি-রুটি ছিনিয়ে নিচ্ছে রেল। রেলের কোচের ভিতর পার্সেলের ভিতর যে মালপত্র থাকে তা বেসরকারি সংস্থার হাতে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে ডিআরএমের সঙ্গে কথা হয়েছে। এতে সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে। এর পাশাপাশি রাস্তা রোকে এবং রেল রোকে আন্দোলন করা হবে।

আইএসসি পরীক্ষায় রাজ্যে চতুর্থ স্থান গরিমা ও মাধ্যমিকে একাদশে স্থান পাওয়া সৌম্যদীপকে সম্বর্ধনা

বনম্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ৫ মেঃ সর্বভারতীয় পরীক্ষা আইএসসি দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ স্থান অধিকার করল । হুগলির উত্তরপাড়ার পারমার রোডের বাসিন্দা গরিমা রায় তিনি আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন দুটো সাবজেক্টে ১০০ করে নম্বর পেয়েছেন বাকি তিনটি সাবজেক্টে ৯৬ ও ৯৮ করে নম্বর পেয়েছেন। উত্তরপাড়া পৌরসভা সাবেক সাবেক সম্বর্ধনা দিল তার বাড়িতে গিয়ে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব নিজে গিয়ে সম্বর্ধনা দিলেন উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর অমিতাভ মুখার্জি অর্বব রায় পক্ষ মজুমদার সহ অন্যান্যরা । উত্তরপাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে গরিমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো তার বাড়িতে গিয়ে এদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় একাদশ স্থান পেল হিন্দমোটরের সৌম্যদীপ কংসবনিক সে শ্রীরামপুরের মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্কুলের ছাত্র তার বাড়ি হিন্দমোটরের জন্তু নগর এলাকায় তার বাড়িতে গিয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলররা তাকে সম্বর্ধনা



জানালো । সৌম্যদীপ বলে তার খুব ভালো লাগছে সে ভেবেছিল এক থেকে দশের মধ্যে থাকবে। পরের পরীক্ষা আছে ভালো রেজাল্ট করতে। সে দিনে ৮-১০ ঘন্টা পড়াশোনা করতে ভবিষ্যতে তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা আছে তার স্কুলের শিক্ষকরা ও মা-বাবা খুব গাইড করতে সৌম্যদীপ কংসবনিক এর বাবা একজন বিজ্ঞানের প্রাইভেট শিক্ষক মা গৃহবধূ। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানানেন এবার উত্তরপাড়া ও হিন্দমোটরে মাধ্যমিক পরীক্ষা ও দিল্লী বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো কল করেছে। উত্তরপাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা সম্বর্ধনা জানানো। আশা করব ভবিষ্যতে তারা আরো সফল হবে। আমরা খেলোয়াড়দের ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য পাওয়ার জন্যে তাদের পাশে সব সময় আছি শুধু সাফল্য নয় তারা যাতে ভবিষ্যতে আরো সফল হতে পারে সব সময় তাদেরকে আশীর্বাদ করি ও তাদের পাশে আছি।

মায়ের সঙ্গে বিড়ি বাঁধার কাজ করেও মাধ্যমিকে ৯৩.২৮ শতাংশ নম্বর হাসনাবাদের রুকসার

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ৫ মেঃ বাবা মাছ বিক্রেতা,মা বিড়ি বাঁধেন।মায়ের কাজে সাহায্য করে মেয়েও।দারিদ্রতা কে জানত।সদ্বী কয়েই মাধ্যমিকে ৯৩.২৮ শতাংশ নম্বর পেলেো হাসনাবাদের রুকসা। আগামীতে চিকিৎসক হয়ে গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায় সে, তবে অর্থই মূল প্রতিবন্ধকতা। মেয়ে আরো ভালো নম্বর আশা করলেও, শত কষ্টের মধ্যেও মেয়ের এই সাফল্যে আনন্দান্দ্র বাবা মায়ের চোখে। আগামীতে তার স্বপ্ন পূরণে শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য প্রার্থনা বাবা মায়ের। দারিদ্র্যতার আঁধারে জন্ম নিয়েও মেধার আলোয় পথ দেখাচ্ছে হাসনাবাদের এই কন্যা। উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের বরুনহাট হাইস্কুলের ছাত্রী রুকসা পারভিন মন্ডল।এবারের মাধ্যমিক



পরীক্ষায় ৬৫৩৮ নম্বর অর্থাৎ ৯৩.২৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে

সকলকে চমকে দিয়েছে সে। তবে এই সাফল্যের পরেও কঠিন

বাস্তবের মুখোমুখি এই মেধাবী ছাত্রী। আগামী দিনে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা করে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে রুকসা। তবে অভাবের প্রাচীর পেরিয়ে লক্ষ্যভেদ করাই এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ তার। রুকসার বাবা একজন মাছ বিক্রেতা, মা দিনভর বিড়ি বাঁধেন, রুকসা নিজেও বিড়ি বাঁধার কাজে মাকে সাহায্য করেছে সামান্য আয়ে কোনওক্রমে চলে সংসার,অভাব অনটন কে সঙ্গী করেও পড়াশুনার প্রতি তার গভীর অনুরাগের ফলশ্রুতিই তাট মাধ্যমিকের রেসাল্ট। তবে মাধ্যমিক পরবর্তী স্তরে পড়াশুনার খরচ চালানো নিয়ে সন্দ্বীহান রুকসার পরিবার। রুকসা জানায়, ‘শহরের ভালো স্কুলে ভর্তি হয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে চাই, পরিবারের

আর্থিক সমস্যা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা। আগামীতে চিকিৎসক হয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চাই। রুকসার বাবা মায়ের কথায়,বরাবরই পড়াশুনার প্রতি রুকসার খুবই আগ্রহ। সামান্য আয়ে মেয়েকে প্রয়োজনমতো সহযোগিতা তারা করতে পারেন নি।তবে শিক্ষক শিক্ষিকা দের সহযোগিতায় ও নিজের প্রচেষ্টাতেই তার এই ফলাফল। আগামীতে সে চিকিৎসক হতে চায়,উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভালো বিদ্যায়গায়ে কিবা হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতে চায় কিন্তু তার স্বপ্ন পূরণের মতো আর্থিক সংস্থান তাদের নেই। শুভানুধ্যায়ী সহ শিক্ষানুরাগীদের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন তারা।

বিজ্ঞান

বাদুড়ের অন্ধত্ব আসলে একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, বাদুড় মোটেও অন্ধ নয়



কথায় কথায় আমরা বলি, বাদুড়ের মতো অন্ধ। অনেকেরই ধারণা, বাদুড় চোখ দিয়ে নয়, শব্দ দিয়ে নিজের অবস্থান বুঝতে পারে। বাদুড়ের অন্ধত্ব আসলে একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বাদুড় মোটেও অন্ধ নয়। বাদুড়ের ছোট ছোট চোখ আছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বাদুড় অবস্থা ভালোয় ভালো দেখে। মানুষের মতো তীক্ষ্ণ বা রঙিন না হলেও রাতের আঁধারে পথ খুঁজতে বা শিকার ধরার জন্য বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট কার্যকর। বাদুড়ের নিশাচর স্বভাব ও শব্দ প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে দিক নির্ণয়ের ইকোলোকেশন ক্ষমতার জন্য অনেকেই বাদুড়কে অন্ধ বলে ধরে নেন। বাদুড় অন্ধকারে উড়তে ও শিকার ধরতে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি করে। সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে চারপাশের বস্তু ও শিকারের অবস্থান, আকার ও গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বাদুড়। এ জন্য অনেকেই মনে করেন বাদুড় চোখে দেখতে পায় না। বিভিন্ন প্রজাতির বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তির ভিন্নতা দেখা যায়। যেসব বাদুড় ফল খায় তাদের মেগাব্যাটিও বলা হয়। এদের কিন্তু বড় বড় চোখ থাকে। এসব বাদুড় খাবার খুঁজে বের করার জন্য প্রধানত দৃষ্টিশক্তির ওপর নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এদের দৃষ্টিশক্তি কিছু ক্ষেত্রে মানুষের চেয়েও ভালো। আবার পোকামাকড় শিকার করে ছোট আকারের বাদুড় ইকোলোকেশন ব্যবহার করে শিকার ধরে ও পথ চলে। এসব বাদুড় চোখ ব্যবহার করে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে শিকারের গতিবিধি শনাক্ত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাদুড় শিকার শনাক্তের পাশাপাশি দূরবর্তী বস্তু দেখার জন্য চোখ ব্যবহার করে।

এমনকি ইকোলোকেশন ব্যবহার করার সময়ও বাদুড় দৃষ্টিশক্তির সাহায্য নেয়। উভস্ত বাদুড় যখন কোনো পোকামাকড়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পায়, তখন চোখ ব্যবহার করে পোকামাকড়ের সঠিক অবস্থান ও গতিবিধি নির্ণয় করে শিকার ধরার জন্য প্রস্তুতি নেয়। শুধু তাই নয়, কিছু প্রজাতির বাদুড় অতিবেগুনি রশ্মি দেখতে সক্ষম। এরা ফুল ও ফল খুঁজে পেতে অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্য নেয়। কিছু বাদুড় তাপ সংবেদী অঙ্গের সাহায্যে শিকারের দেহের তাপও অনুভব করতে পারে।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে ক্যাপসুল



৫০ বছরেরও বেশি সময় পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে থাকা সোভিয়েত আমলে পাঠানো ‘কসমস ৪৮২’ মহাকাশযানের অবতরণ ক্যাপসুল নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। মহাকাশযানের অবতরণ ক্যাপসুলটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় সম্পূর্ণ ধ্বংস না হয়ে কোনো স্থানে আছড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৯৭২ সালে ভেনাস অভিযানের উদ্দেশ্যে ‘কসমস ৪৮২’ মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হয়। তবে উৎক্ষেপণের সময় ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় মহাকাশযানটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়। মূল মহাকাশযানটি ১৯৮১ সালে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় বায়ুমণ্ডলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও অবতরণ ক্যাপসুল কক্ষপথে রয়ে যায়। এখন এই অবতরণ ক্যাপসুলটি ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। আকারে একটি গাড়ির সমান ক্যাপসুলটিতে শক্তিশালী তাপরোধক আবরণ রয়েছে, যা এটিকে পুরোপুরি পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। ফলে এটি সরাসরি মাটিতে আঘাত হানার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে জ্যোতির্বিদ সেনাথান ম্যাকডাওয়েল জানিয়েছেন, কসমস ৪৮২ মহাকাশযানের অবশিষ্ট অংশ ৭ থেকে ১৩ মের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। ক্যাপসুলটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় সম্পূর্ণ ধ্বংস না হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে। তবে এ বিষয়ে আতঙ্কিত না হওয়া পরামর্শ দিয়ে ম্যাকডাওয়েল বলেন, ‘এ ধরনের বস্তু পৃথিবীতে প্রবেশের পর সাধারণত মানুষের ওপর আঘাত হানার সম্ভাবনা কয়েক হাজারের একভাগ। এটি নিক্ষি্রয় এবং এতে কোনো পারমাণবিক উপাদান নেই। তাই বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ নেই।’ ম্যাকডাওয়েলের তথ্যমতে, ক্যাপসুলটিতে একটি প্যারাশুট থাকলেও সেটি কাজ করবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ফলে এটি ঘণ্টায় ১০০ থেকে ২০০ মাইল গতিতে পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে পারে, যা কার্যত একটি গাড়িকে আকাশ থেকে ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনা। নোদারলাভ্যদের টিউ ডেলফট বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ মার্কো ল্যাঙ্গ্রেকের মতে, ৯ বা ১০ মে স্যাটেলাইটটির পৃথিবীতে পুনঃপ্রবেশের সম্ভাবনা বেশি। এটি পৃথিবীর ৫২ ডিগ্রি উত্তর থেকে ৫২ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যেকোনো স্থানে পড়তে পারে।

প্রায় ৬৩ বছর ধরে নিখোঁজ থাকা এক মার্কিন নারীর সন্ধান পাওয়া গেছে

প্রায় ৬৩ বছর ধরে নিখোঁজ থাকা এক মার্কিন নারীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি জীবিত এবং সুস্থ আছেন। তাঁর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় হওয়া মামলাটি রিভিউ করার পর তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। ১৯৬২ সালের ৭ জুলাই নিজ শহর রিডসবার্গ থেকে নিখোঁজ হন অদ্রি ব্যাকবার্গ নামের ওই নারী। তখন তাঁর বয়স ২০ বছর ছিল। সাউক কাউন্টির শেরিফ টিপ মейন্টার এক বিবৃতিতে বলেন, ব্যাকবার্গ তার নিজের ইচ্ছায় নিখোঁজ হয়েছিলেন। এতে কোনো অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা যত্নাত্তের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শেরিফ বলেন, ব্যাকবার্গ এখন উইসকনসিনের বাইরে থাকেন। তবে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি শেরিফ। উইসকনসিন মিসিং পারসনস অ্যাডভোকেসি নামক একটি অলাভজনক সংস্থার তথ্য বলেও, নিখোঁজ হওয়ার সময় অদ্রি ব্যাকবার্গ বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর দুটি সন্তান ছিল। সংস্থাটি আরও



বলেছে, বর্তমানে ৮২ বছর বয়সী এই নারী নিখোঁজ হওয়ার কয়েক দিন আগে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ করেছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। স্বামি অভিযোগে উল্লেখ করেছিলেন, নারী তাঁকে মারধর করতেন এবং খুনের ছমকি দিতেন।

অদ্রি ব্যাকবার্গ একটি উলের কারখানায় কাজ

বজ্রপাতকে নিয়ন্ত্রিত করতে ড্রোনপ্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে জাপান

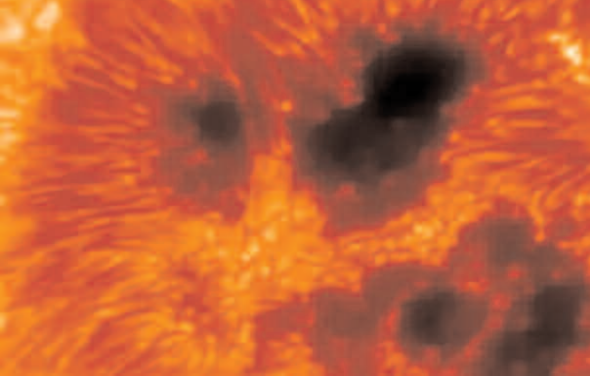
বজ্রপাতকে নিয়ন্ত্রিত শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম ড্রোনপ্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন জাপানের নিগ্নন টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোন করপোরেশনের (এনটিটি) বিজ্ঞানীরা। নতুন এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বজ্রপাতের সময় সঞ্চিত শক্তিকে গতিশীল ও চুম্বকীয় আকারে রূপান্তরিত করা যায়। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, নতুন এই প্রযুক্তিতে বজ্রপাত প্রতিরোধী ইউএভি বা মানবহীন আকাশযান ব্যবহার করা হয়েছে। বজ্রপাতের কাছাকাছি উড়ে কভার্টের মাধ্যমে বজ্রপাতকে নিরাপদে মাটিতে আকর্ষণ করতে পারে এই ড্রোন, যা বজ্রপাত থেকে মানুষ ও ভবনকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে সংকুচিত বাতাস ও অন্যান্য চার্জিংয়ের পদ্ধতি ব্যবহার করে বজ্রপাতের শক্তিকে আবার ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণও করা যাবে। বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা পেতে



এরই মধ্যে ড্রোন ব্যবহার করে সফলও হয়েছেন এনটিটির বিজ্ঞানীরা। গবেষণায় দেখা গেছে, বজ্রপাত সুরক্ষা খাঁচার মধ্যে রাখা নতুন প্রযুক্তিনির্ভর ড্রোন বজ্রপাতের গতিপথ পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। নতুন এই প্রযুক্তি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সঞ্চালনকে ব্যবহার করে বজ্রপাত থেকে

গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে রক্ষা করতে পারে। বর্তমানে প্রতি মিনিটে বিশ্বব্যাপি প্রায় ছয় হাজার বজ্রপাত মাটিতে আঘাত হানে। বজ্রপাতের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে শহর ও অবকাঠামোর ক্ষতি কমানো গেলে নতুন এ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি বজ্রপাত সুরক্ষায় বিপ্লব আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ড্যানিয়েল কে ইনোয়ের সোলার টেলিস্কোপ’-এ ধারণ করা ছবিতে সূর্যের পৃষ্ঠে রয়েছে দাগ



আমাদের মাথার ওপরে থাকা সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপের কারণে সূর্যের অভ্যন্তরের বিস্তারিত ছবি তোলা বেশ কঠিন। এবার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশনের নতুন ডিজিবেল টিউনেবল ফিল্টার দিয়ে তোলা এটি প্রথম ছবি। ডিসেম্বরের শুরুতে তোলা উচ্চ রেজল্যুশনের এই ছবিতে সূর্যের পৃষ্ঠে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত বিশাল দাগ রয়েছে। ছবিতে যে সূর্যের দাগ দেখা যায়, তার প্রতিটির আকার পৃথিবীর একটি মহাদেশের সমান। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, সূর্যের পৃষ্ঠে থাকা দাগগুলো সৌর শিখা ও করোনাল ম্যাস ইজেকশনের মতো

বড় সৌর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। যখন এই সৌর বিস্ফোরণ ঘটে তখন চার্জযুক্ত কণা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই কণা পৃথিবীতে আসার পর উপগ্রহকে ব্যাহত করতে পারে। এনএসএফ ইনোয়ে সোলার টেলিস্কোপের বিজ্ঞানী ফ্রেডরিখ ওয়েগার বলেন, ‘১৮০০ দশকের এমন একটি সৌরঝড় যা ক্যারিংটন ইভেন্ট নামে পরিচিত। সেটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে টেলিগ্রাফ স্টেশনে আগুন ধরে গিয়েছিল। সৌরঝড় কাঁভাবে আমাদের প্রযুক্তি ও জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে তা বুঝতে হবে।’ যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোঅপারেটিভ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেসের বিজ্ঞানী মার্ক মিলেশ বলেন, সূর্যের দাগ চুম্বকীয় প্রাগের মতো, যা সূর্যের পৃষ্ঠে আসা তাপকে কিছু অংশে বাধা দেয়। এ কারণে দাগকে দূর থেকে অন্ধকার দেখায়। সৌর দাগ সূর্যের পৃষ্ঠের বাকি অংশের তুলনায় শীতল হয়ে থাকে। যদিও এই সূর্যের দাগ শীতল তবু পৃথিবীর যেকোনো চুলার চেয়ে উত্তম।

শীতলতম গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

মৃত এক নক্ষত্রের কক্ষপথে শীতলতম এক্সোপ্ল্যানেটের (সৌরজগতের বাইরে থাকা গ্রহ) সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। গ্রহটি এখন পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া শীতলতম এক্সোপ্ল্যানেট বলে দাবি করছেন তারা। নতুন এই গ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে ডাব্লিউডি ১৮৫৬বি। এটি একটি দৈত্যকার গ্রহ। প্রতিদিন গ্রহটি মাত্র দেড় ঘণ্টায় সাদা বার্নান নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্রহটি পৃথিবী থেকে ৮১ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। গ্রহটির তাপমাত্রা মাইনাস ১২৫ ডিগ্রি কেলবিনহাউ বা মাইনাস ৮৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মিড-ইনফ্রারেড প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে গ্রহটির সন্ধান পাওয়া গেছে। সাদা বার্নান ধরনের একটি মৃত নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে গ্রহটি। পৃথিবী থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে ঠান্ডা গ্রহ এটি। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের



একবার সূর্যের মতো একটি নক্ষত্রের অবশিষ্টাংশের কেন্দ্রস্থলকে প্রদক্ষিণ করছে। ডাব্লিউডি ১৮৫৬বি গ্রহটি এমন এক অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে গ্রহকে নক্ষত্র একপর্যায়ে গ্রাস করে ফেলে। আর তাই নক্ষত্রটি গ্রহের উপরে কেমন প্রভাব ফেলে তা জানতে আরও গবেষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ট্রাম্পের ভয়েই কি ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছেন নাগরিকেরা

ওয়াশিংটন, ৫ মেঃ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে প্রবেশের দৌড়ে নামার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর নিউইয়র্ক নগরের বাসিন্দা ডরিস ডেভিস এবং সুসি বার্টলেট কঠিন একটি সিদ্ধান্ত নেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন, যদি ট্রাম্প নির্বাচনে জিতে যান, তবে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বিদেশে চলে যাবেন এবং সেখানেই স্থায়ী হবেন। ৬৯ বছর বয়সী ডেভিস বলেন, “আমরা দেশকে ভালোবাসি, কিন্তু দেশের অবস্থা এখন যেমন হয়ে গেছে, তেমনটা আমরা ভালোবাসতে পারছি না। যখন আপনার অস্তিত্বের ওপর আঘাত আসবে, তখন ব্যক্তিগতভাবে আপনার মধ্যে স্কোভ ও হতাশার অনুভূতি আসবে।’ ডেভিসের বাড়ি নিউইয়র্ক নগরের একটি শহরতলিতে। তিনি সেখানে শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। তিনি এবং তাঁর সঙ্গী সুসি বার্টলেট (৫২) এখন ইউরোপের কোনো দেশে চলে যেতে

Name Change I, Samir Pramanick & Samir Pramanick (old names) son of Kubir Chandra Pramanick, residing at Narayan Tala, P.O.- Gocharan, P.S.- Joynagar, Dist-South 24 Pgs, Pin-743391, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Samir Kumar Pramanick (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/05/2025. Samir Kumar Pramanick (New Name) and Samir Pramanick & Samir Pramanick (old names) all are same and identical person.	Name Change I, Sekhar Pramanick (old name) son of Samir Kumar Pramanick, residing at Narayan Tala, P.O.- Gocharan, P.S.- Joynagar, Dist-South 24 Pgs, Pin-743391, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sekhar Pramanick (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/05/2025. Sekhar Pramanick (New Name) and Sekhar Pramanick (old name) both are same and identical person.
---	--

Name Change I, Apurba Kumar Pal S/o Late Naba Kumar Pal Residing at Happy Nook Cooperative Housing Society Ltd, Flat No. A-৪/1, P.o-EKT, P.s -Anandapur, District- Kolkata, Pin- 700107 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Apurba Pal as declared before the L.d. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 26531 Dated 20-04-2025. I declare that Apurba Kumar Pal and Apurba Pal both are same and one identical person.	Name Change I, Subhas Chandra Mondal & Subhash Mondal (old names) son of Shuklal Mondal, residing at Taherpur F/15/1408, P.O. & P.S.- Taherpur, Dist-Nadia, Pin- 741159, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subhash Mandal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/05/2025. Subhash Mandal (New Name) and Subhas Chandra Mondal & Subhash Mondal (old names) all are same and identical person.
---	---

Name Change I, Mounita Deb W/o Sameep Das Residing at AC-2/2, Deshbandhunnagar, Rajarhat, District- North 24 Parganas, Pin- 700059 West Bengal India shall henceforth be known as Mounita Das. I declare that Mounita Deb and Mounmita Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-05-2025.	Name Change I, Shaheena Parveen (old name) wife of Tanweer Alam, residing at 75/56, M. P. School Road, P.O – Titagarh, Dist : North 24 Parganas, Pin: 700119, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shahina Parveen (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 17/04/2025. Shaheena Parveen (old name) and Shahina Parveen (new name) both are same and one identical person.
--	---

Name Change I, MOHAMMAD SARFARAZ NAWAZ (Old Name) S/O MOHAMMAD NIZAMUDDIN Residing at 15/B, Shamsul Huda Road, P.o - Circus Avenue, P.s - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MOHAMMED SARFARAZ NAWAZ (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 05-05-2025. MOHAMMAD SARFARAZ NAWAZ (Old Name) and MOHAMMED SARFARAZ NAWAZ (New Name) both are same and identical person.	Name Change I, Aghar Biswas (Old Name) S/O-Narendra Biswas resident of Duttapala, Kanibaman, Nadia, West Bengal, Pin-741504, do hereby decralate that I have changed my name from Aghar Biswas to Aghor Biswas and henceforth I shall be known as Aghor Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/05/2025. My name Aghor Biswas & Aghar Biswas both are same and one identical person.
--	--

নাম পরিবর্তন আমি, MORSED MIR, S/o-LATE AHAMMAD MIR, সং-জগদীশপুর পোস্ট-কান্ধাড়াপা, থানা-নাকশীপাড়া, জেলা-নদিয়া। আমার সঠিক নাম MORSED MIR কর্তৃক আছে আমার ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ও আধার কার্ড এ। আমার নাম তুলনপত কর্তৃক হয়ে গেছে আমার ছেলের মাধ্যমিক বোর্ড সার্টিফিকেট ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেটে MURSHID MIR। আমি কৃষ্ণধর গুপ্তিশাল ম্যাগিস্ট্রেট এফিডেভিটের ২১-৪-২৫ তারিখে MORSED MIR এবং MURSHID MIR ইহঁদন একই ব্যক্তি হলান।	নাম পরিবর্তন আমি, RAJIB SK SAHAJUDDIN SK সং-নতুন মির্জাপুর পোস্ট নাকশীপাড়া, থানা-নাকশীপাড়া, জেলা-নদিয়া। আমার সঠিক নাম RAJIB SK কর্তৃক আছে আমার জন্ম সার্টিফিকেট ও মাধ্যমিক বোর্ড কার্ড আমার নাম তুলনপত কর্তৃক হয়ে গেছে আমার আধার কার্ডে RAJIB SEKH. আমি কৃষ্ণধর গুপ্তিশাল ম্যাগিস্ট্রেট এফিডেভিটের ২১-৪-২৫ তারিখে RAJIB SK এবং RAJIB SEKH একই ব্যক্তি হলান।
--	---

নাম পরিবর্তন আমি RAJIB SK SAHAJUDDIN SK সং-নতুন মির্জাপুর পোস্ট নাকশীপাড়া, থানা-নাকশীপাড়া, জেলা-নদিয়া। আমার সঠিক নাম RAJIB SK কর্তৃক আছে আমার জন্ম সার্টিফিকেট ও মাধ্যমিক বোর্ড কার্ড আমার নাম তুলনপত কর্তৃক হয়ে গেছে আমার আধার কার্ডে RAJIB SEKH. আমি কৃষ্ণধর গুপ্তিশাল ম্যাগিস্ট্রেট এফিডেভিটের ২১-৪-২৫ তারিখে RAJIB SK এবং RAJIB SEKH একই ব্যক্তি হলান।	নাম পরিবর্তন পিতা- I, Dilip Kumar Das (Old Name) S/O– Sudhir Kumar Das resident of Vill- Hat Lalbagh, Po-Murshidabad, PS- Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742149 do hereby decralate that I have changed my name from Dilip Kumar Das to Dilp Das and henceforth I shall be known as Dilp Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.O.E.M affidavit Berhampore court on 16/04/2025. My name Dilp Das & Dilip Kumar Das both are same and one identical person.
--	---

Name Change I, Gazu SK (Old Name) S/O– Niyamat Sekh resident of Vill- Uttarpara, Usidpur, Po-Krishnagar PS- Kotwali Dist-Nadia West Bengal, Pin-741301 do hereby decralate that I have changed my name from Gazu SK to Gaju Sekh and henceforth I shall be known as Gaju Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/05/2025. My name Gaju Sekh & Gazu SK both are same and one identical person.	Name Change I, Sabina Bibi (Old Name) W/O-Md Musha residing at Vill-Chandpur Mominpara, Po-Jalalpur, Ps-Kalachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732206 do hereby decralate that I have changed my name from Sabina Bibi to Sabina Khatun and henceforth I shall be known as Sabina Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/04/2025. My name Sabina Khatun & Sabina Bibi both are same and one identical person.
---	--

Name Change I, Sabina Bibi (Old Name) W/O-Md Musha residing at Vill-Chandpur Mominpara, Po-Jalalpur, Ps-Kalachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732206 do hereby decralate that I have changed my name from Sabina Bibi to Sabina Khatun and henceforth I shall be known as Sabina Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/04/2025. My name Sabina Khatun & Sabina Bibi both are same and one identical person.	Name Change I, Gazu SK (Old Name) S/O– Niyamat Sekh resident of Vill- Uttarpara, Usidpur, Po-Krishnagar PS- Kotwali Dist-Nadia West Bengal, Pin-741301 do hereby decralate that I have changed my name from Gazu SK to Gaju Sekh and henceforth I shall be known as Gaju Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/05/2025. My name Gaju Sekh & Gazu SK both are same and one identical person.
--	---

Name Change I, Sallendra Bala (Old Name) S/O– Surendra Bala resident of Rasullapur, Deuli, Chakhdia, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741222 do hereby decralate that I have changed my name from Sallendra Bala to Shailen Bala and henceforth I shall be known as Shailen Bala (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/05/2025. My name Shailen Bala & Sallendra Bala both are same and one identical person.	Name Change I, Tanuja Bibi (Old Name) W/O–Sarful Islam Halsana resident of Narayanpur, Amiya Narayanpur, Ps-Thanasara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby decralate that I have changed my name from Tanuja Bibi to Tanuja Bibi Halsana and henceforth I shall be known as Tanuja Bibi Halsana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/05/2025. My name Tanuja Bibi Halsana & Tanuja Bibi both are same and one identical person.
--	---

Name Change I, Tanuja Bibi (Old Name) W/O–Sarful Islam Halsana resident of Narayanpur, Amiya Narayanpur, Ps-Thanasara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby decralate that I have changed my name from Tanuja Bibi to Tanuja Bibi Halsana and henceforth I shall be known as Tanuja Bibi Halsana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/05/2025. My name Tanuja Bibi Halsana & Tanuja Bibi both are same and one identical person.	Name Change I, Mohammad Nafijur Rahaman (Old Name) S/O–Najar Ali resident of Vill-Medhrath, Po-Jalalpur, PS-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decralate that I have changed my name from Mohammad Nafijur Rahaman to Nafijur Rahaman and henceforth I shall be known as Nafijur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/05/2025. My name Nafijur Rahaman & Mohammad Nafijur Rahaman both are same and one identical person.
---	--

আসল কারণ স্পষ্ট হবে।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কলকাতা মেট্রোর সুখবর...! শহরে এল আরও একজোড়া ‘ডালিয়ান রেক’

কলকাতা, ৫ মে : ইতিমধ্যেই পাঁচটি চিনা রেক যাত্রী পরিবেষায় যুক্ত রয়েছে কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর মেট্রো রুটে। খুব শীঘ্রই এই নতুন দুটি মেট্রো যষ্ঠ ও সপ্তম রেক হিসেবে ট্র্যাকে নামবে। আরও দুটি চিনা মেট্রো রেক এল ক লকাতায়।



দক্ষিণেশ্বর মেট্রো রুটে। খুব শীঘ্রই এই নতুন দুটি মেট্রো যষ্ঠ ও সপ্তম রেক হিসেবে ট্র্যাকে নামবে। যাঁ চকচকে এই রেকগুলিতে উন্নত এয়ার কন্ডিশনিং, বসার জন্য ছড়ানো জায়গা এবং কামরায় ঢোকার জন্য বড় আকারের দরজার মতো বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে। কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ও যাত্রী চাহিদার কারণে এই নতুন ডালিয়ান রেকগুলি যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে এই রেকগুলি কলকাতা মেট্রোর ব্রু লাইনে লস্চাল করে। এই রেকগুলি যাত্রীদের জন্য একটি আরও উন্নত ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সাহায্য করবে বলেই দাবি মেট্রো কর্তৃপক্ষের। এই নতুন ডালিয়ান রেকগুলি কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কে যাত্রী পরিবহনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই রেকগুলির মাধ্যমে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের যাত্রী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং যাত্রীরা আরও আরামদায়ক ভ্রমণ করতে পারবেন বলেই দাবি কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের।

বাড়ি ফাঁকা, গ্রিলের তালো ভেঙে বাড়ির সর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

দূরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৫ মে : বাড়ি ফাঁকা। ঘরের ভিতর ছিলেন না কেউ। সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিল ওরা। গ্রিলের তালো ভেঙে বাড়ির সর্বস্ব নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। পরে সোমবার সকালে এই চুরির ঘটনা নজরে আসে পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহর লাগোয়া রঘুনাথপুর এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা শিশির কুমার শীলা। তার বাড়িতেই চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঘরের গ্রিলের তালো ভেঙে রাতভর চুরি করেছিল দুষ্কৃতীরা। ভিতরে থাকা আলমারি, শোকেস ভাঙচুর করা হয় । তছনছ করা হয় ঘরের জিনিস সহ ঠাকুর ঘর। বাড়ির মালিকের দাবি, ঘরের ভিতরে থাকা আলমারি শোকেস ভেঙে প্রায় আট থেকে ন’য় ভরি সোনার গহনা ও প্রায় ৫০ হাজার নগদ নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। সব মিলিয়ে প্রায় ৯-১০ লক্ষ টাকার জিনিস চুরি গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাড়িতে থাকা মজুত চালের বস্তা, মিস্তার মেশিন, মুদিখানার সরঞ্জাম সহ সব নিয়ে পালিয়েছে। এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে এলাকায়। স্কাভ হুড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যেও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। এদিকে, গত দুই তিন মাসে শহর জুড়ে একাধিক জায়গায় চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। শহরে ক্রমশ চুরির ঘটনা বেড়ে চলায় পুলিশ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসী। এদিকে এবার ফের চুরির ঘটনায় স্কাভ হুড়িয়েছে এলাকায়। তদন্তে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

লোকালয়ে দু্ক্ষল দাঁতাল, জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর প্রচেষ্টা করছে বনদপ্তর

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৫ মে : হাতনায় ঢুকে পড়ল একটি দাঁতাল হাতি। শনিবার ভোর নাগাদ হাতনা রুকের কালিপাহাড়ি গ্রামে ঢুকে পড়ে দাঁতালটি। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে হাতিটি গঙ্গাজলযাটির জঙ্গল থেকে পড়শালা গ্রাম হয়ে কালি পাহাড়ি গ্রামের জঙ্গলে প্রবেশ করে। এই মূহুর্তে হাটিটি কালি পাহাড়ির জঙ্গলে অবস্থান করছে। হাতিটি দেখতে ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয়রা। হাতিটিকে নজরে রাখছে ছাতনা বনদপ্তর সহ মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, ছাতনা, বাঁকুড়া নর্থ, শালতোড়া হলপাটির টিম। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর হাতি আসে এই অঞ্চলে। তবে এই হাটিটি আকারে মাঝারি এবং দাঁতও খুব একটা বড় নয়। পুকুরের কাছে চলে আসে হাটিতে সম্ভবত, তপ্ত রোদে জল পান করতে আসে। স্থানীয় মানুষের মধ্যে হঠৈে পড়ে গেলে। বন দফতরে খবর দেওয়া হয়। বাঁকুড়া মানেই জঙ্গলের বেড়াজাল এবং হাতির দলা। হাতির লোকালয়ে চলে আসা, ফসল নষ্ট করা কিংবা রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকা । এই ছবি বার বার পড়ে বাঁকুড়ায়। প্রত্যক্ষদর্শী জানান, পুকুরের কাছে এসে আবার চলে যায় দাঁতালটি। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে বনকর্মীরা ইতিমধ্যেই মোতায়েন এলাকায়। হাতির অবস্থান এবং হাটটি কোথায় রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে বন দফতর। হলপা পাটির সাহায্যে আবারও হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর প্রচেষ্টা করছে বনদপ্তর।

গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া বাবার দেহ খুঁজে পেতে প্রশাসনের দারহু হলে

দূরন্ত বার্তা, কালনা, ৫ মে : মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা থেকে পড়ে বিপত্তি। গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া বৃদ্ধ বাবার দেহ খুঁজে পেতে প্রশাসনের দারহু হলে। ঘটনা নদীয়ার শান্তিপুর রেলস্টে হরিপুর অঞ্চলের চাঁদকুরি লিচুতলা পাড়া এলাকার। গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া বৃদ্ধ সন্মাসী মাঝির ছেলে, বিশৃঙ্জিত মাঝির দাবি প্রতিদিনের মতো আজ ভোর বেলায় আনুমানিক তিনটে নাগাদ তার বাবা সন্মাসী মাঝি তার নাবালক পুত্র কে নিয়ে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যায় ভাগীরথী নদীতে। শরীর অসুস্থ থাকার কারণে পূর্ব বর্ধমান জেলার অধিকা কালনার মহিমমর্দিনী ঘাট সংলগ্ন এলাকায় নৌকা থেকে পড়ে যান তার বৃদ্ধ বাবা। এপর্যর তার আর কেউ খোঁজ পাওয়া যায় না। নৌকাতে থাকা বিম্বজিত মাঝি নাবালক পুত্র সমস্ত বিষয়টি নিজের চোখে দেখে এবং চিংকার চোচাটাই করে পরবর্তীতে নদী তীরবর্তী মানুষজন খবর দেয় কালনা থানায়। এরপর প্রশাসনিক তৎপরতায় বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর থেকে ভাগীরথী নদীতে তার পিতার খোঁজের তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। অপরদিকে বাবাকে খুঁজে পেতে শান্তিপুর থানারও দারহু হয়েছেন ছেলে বিম্বজি মাঝি। তিনি শান্তিপুর থানার ও সহযোগিতা চাইছেন তার বাবাকে ফিরে পেতে। ঘটনায় আজ শান্তিপুর থানায় তিনি একটি লিখিত আবেদন জমা দেন। প্রশাসন তরফে তারাও যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া বৃদ্ধ সন্মাসী মাঝিককে ফিরে পেতে সহযোগিতা করবেন। দুর্ঘটনার স্থলে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছেন শান্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ অন্যদিকে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার কার্য করানোর চেষ্টা করছেন পুলিশ কালনা পৌরসভার উপপৌরপতি তপন পোড়ো জানান বিপর্যয় মোকাবিলার টিম চলে এসেছে গঙ্গায় উদ্ধার কার্য চালাছে তারা, আশা করছি খুঁজে পাওয়া যাবে।

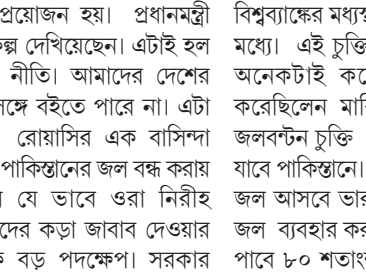
শিলিগুড়িতে ট্রেনের থাকায় মৃত্যু যুবকের

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ মে : ট্রেনের থাকায় মৃত্যু হলে এক যুবকের। সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ির চাঁদ মুনি মহামায়া কলেগারি কাছে রেললাইনে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা বলেন, রেলগেট না থাকার ফলে প্রায়ই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ওই যুবক রেললাইনে পার হচ্ছিলেন। সেসময় শিলিগুড়ি জংশনের দিকে আসা একটি ট্রেনের থাকায় তিনি নিহত হন। খবর পেয়ে জংশন টাউন ডিয়ারপির আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। মৃত ওই যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে ভারত, এবার চন্দ্রভাগার উপরে সালাল বাঁধ বন্ধ করল ভারত

নয়াদিল্লি, ৫ মে : পাহেলগাঁও জঙ্গি হানার পর পাকিস্তানকে ভাতে মারার কৌশল হিসেবে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে ভারত। এইনিয়ে পাকিস্তানের চিংকারের সীমা নেই। এরপর চেনাব নদীর উপরে সালাল বাঁধের

সবকটি গেট বন্ধ করে দিল ভারত। এর ফলে রামবাণে রোয়াসি জেলায় জলস্তর তলানিতে ঠেকে গিয়েছে। এনিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভূয়ধী প্রশংসা করেছেন বিজেপির অস্থিতি সেলের প্রাক্তন প্রধান অমিত মালব্য। অমিত মালব্য এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, দেশের স্বার্থে এরকম কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক সংকল্পের প্রয়োজন হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই কঠিন সংকল্প দেখিয়েছেন। এটাই হল জঙ্গিদের পেশীশক্তির পাল্টা নীতি। আমাদের দেশের মানুষের রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। এটা স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত। রোয়াসির এক বাসিন্দা সংবাদমাধ্যমে জানান, সরকার পাকিস্তানের জল বন্ধ করার আমরা খুশি। পহেলগাঁওয়ে যে ভাবে ওরা নিরীহ পর্যটকদের মেরেছে তাতে ওদের কড়া জাবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এটা অনেক বড় পদক্ষেপ। সরকার



বিশ্বাফ্যের মধ্যস্থতায় ওই চুক্তি সাক্ষরিত হয় দুদেশের মধ্যে। এই চুক্তির ফলে দুদেশের মধ্যে চাপা টেনসনের অনেকটাই কমেছিল। এই নিয়ে দুদেশের প্রশংসা করেছেলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহুওয়ার। সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু, বিলম ও চেনাবের জল যাবে পাকিস্তানে। অন্যদিকে, রাতি, বিয়াস ও সাতলেজের জল আসবে ভারতে। চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধুর ২০ শতাংশ জল ব্যবহার করতে পারবে ভারত। অন্যদিকে পাকিস্তান পাবে ৮০ শতাংশ জল।

সন্ত্রাসমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্নে পথে একা নারীঃ লাদাখ যাত্রায় রওনা দিলেন সুতপা দাস

দূরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৫ মে : প্রতিবাদের বার্তা। সুতপা দেবীর এই সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গভার বার্তা নিয়ে প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে গভীর এক মানবিক উদ্বেগ। কিছুদিন আগেই



নামলেন পূর্বস্থলী ১ নম্বর রকের রাজারপুর এলাকার বাসিন্দা এবং পেয়ায় শিক্ষিকা সুতপা দাস। সোমবার সকালে একটি স্কুটি নিয়ে রাজারপুর থেকে লাদাখের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। একার এই যাত্রায় তিনি দেশের নানা প্রান্তে দাড়িয়ে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন শান্তি, সন্ত্রাস্তিতি এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

কাম্বীরের পেহেলগাঁও এলাকায় সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন

২৬ জন নিরীহ মানুষ। শুকু কাম্বীর নয়, সারা বিশ্বেই সন্ত্রাসবাদ একটি

ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, যার শিকার হচ্ছেন সাধারণ নিরীহ

তিনি দেশের নানা প্রান্তে দাড়িয়ে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন শান্তি,

এবার রাস্তায় নেমেছেন একটি জোরালো বার্তা নিয়ে- ‘বন্ধ হোক

‘জীবিত থেকেও মৃত’ সরকারের খাতায়! ব্যাংক, আধার, লক্ষ্মীভাণ্ডার কোথাও নেই অস্তিত্ব

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ মে : ‘জীবিত থেকেও মৃত’ - কথাটা যেন বাস্তবে পরিণত হয়েছে কাঁথি পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রিতা রানী বের-র জীবনে। গত ছয় মাস ধরে তিনি লক্ষ্মী ভান্ডারের কোনও টাকা পাচ্ছেন না। একাধিকবার পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট দফতরে দৌড়ঝাঁপ করে জেনেছেন, তাঁকে সরকারি নথিতে ‘মৃত’ ঘোষণা করে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রিতা রানী একজন দরিদ্র গৃহবধূ। স্বামী জন্মের বেরা কাঠ মিস্ত্রি ছিলেন। গত বছর দেড়েক আগে বাড়ির চালার কাঠামো বানানোর কাজে গিয়ে ছাড়নি থেকে পড়ে কোমর ভেঙে বসে পড়েছেন, শারীরিকভাবে অক্ষম। সংসারের হাল ধরছেন রিতা নিজের পরিচারিকার কাজ করে কোনওমতে টানাটানি করে সংসার চালান। লক্ষ্মী ভান্ডারের সামান্য টাকটুকু ছিল তাঁর বাচ্চাদের পড়ানো ও নিত্য ব্যরুতে বড় সহায়। অথচ এখন সে টাকাও বৃদ্ধ। এর জেরে শুধু আর্থিক সুবিধাই নয়, বন্ধ হয়েছে রেশন কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও আধার কার্ড। সরকারি খাতায় ‘মৃত’ রেজিস্ট্রেশনের জন্য, তাঁকে জীবিত প্রমাণ করার লড়াই এখন তাঁর অস্তিত্বের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবারের শেষ ভরসা ছিল স্বামীর খাতা ছেট একটি চা-পানের দোকান। সেটিও সম্প্রতি দিন কাটছেন তার। মাঝে মাঝে পেটে না খেয়ে থাকতে হচ্ছে পুরো পরিবারকে। এই ঘটনার কথো জানার পর ওয়ার্ড অফিসিলর সুখী দাস (বিজেপি) পৌরসভা ও বিভিন্ন দফতরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি অভিযোগ তুলেছেন, শাসক দলের পরিকল্পিত প্রতিহিংসার ফলেই রিতা রানীদের মতো বিজেপি সমর্থকদের এভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। রিতা রানী বলেন,

আমি বেঁচে আছি, হৈঁচৈ যাচ্ছি, কাজ করছি- তবুও সরকার বলে আমি মরে গেছি! বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে তাকাতো পারি না। আর এই ঘটনা শুধু রিতা রানীর নয়, এক বৃহত্তর প্রশাসনিক অব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি, যেখানে সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগে, বিবেচনায় প্রচুর মৃত্যু পেতে যায়। এই খবর শুধু একটি পরিবারের দুর্দশা নয় - এটি একটি প্রশ্ন জুড়ে দেয়

বিভিন্নভাবে পাকিস্তানকে জবাব দিচ্ছে। আমরা

সরকারের সঙ্গে রয়েছি। আশুর সেক্টরে প্রবল বৃষ্টি

হওয়ায় গত ২ মে চেনাবের জলস্তর অনেকটাই

বেড়েছিল। তার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হল। এনিয়ে

উত্তরাব্ধের মুখামন্ত্রী পুন্সর ধামি বলেন,

ভারত হয়। প্রধানমন্ত্রী অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রক্ত

ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না। উল্লেখ্য, ভারত ও

পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু জলচুক্তির সাক্ষর হয়েছিল

১৯৬০ সালে। টানা ৯ বছর দর কষাকষির পর

বিশ্বাফ্যের মধ্যস্থতায় ওই চুক্তি সাক্ষরিত হয় দুদেশের মধ্যে। এই চুক্তির ফলে দুদেশের মধ্যে চাপা টেনসনের অনেকটাই কমেছিল। এই নিয়ে দুদেশের প্রশংসা

করােছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহুওয়ার। সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু, বিলম ও চেনাবের জল

যাবে পাকিস্তানে। অন্যদিকে, রাতি, বিয়াস ও সাতলেজের জল আসবে ভারতে। চুক্তি অনুযায়ী সিন্ধুর ২০ শতাংশ

জল ব্যবহার করতে পারবে ভারত। অন্যদিকে পাকিস্তান পাবে ৮০ শতাংশ জল।

সন্ত্রাসবাদ, গড়ে উঠুক শান্তিপূর্ণ পৃথিবী।’’ বাঘনাপাড়া গার্লস হাই স্কুলের এই সাহসিনী শিক্ষিকা

জানান, যখনই ছুটি পাই, তখনই সমাজের জন্য কিছু ইতিবাচক বার্তা

নিয়ে রোড ট্রিপে বেরিয়ে পড়ি। এর আগে ‘সেভ গার্লস চাইল্ড’ এবং ‘স্টপ ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন’ বার্তা নিয়ে প্রচার

চলিয়েছি। এবার আমার লক্ষ্য, মানুষকে সন্ত্রাসবিরোধী বার্তা দেওয়া এবং শান্তির গুরুত্ব বোঝানো। তার

এই যাত্রা শুধু একটি ভ্রমণ নয়, এটি এক সমাজসচেতন আপোলন, যেখানে একজন নারী

সাহস, চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরছেন একটি বড়

বার্তা। লাদাখের মতো দুর্গম জায়গা পর্যন্ত স্কুটিতে গিয়ে তিনি বারবার

প্রমাণ করছেন-মানবিকতা এবং সাহসের কোনো সীমা নেই। এই রোড ট্রিপ যেন হয়ে ওঠে হাজারো

মানুষের অনুপ্রেরণা, এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে শান্তির বার্তা-এই আশাই রাখছে গোটা এলাকা।

নোটিশ
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছে যে আমার নাম বিদেশ্বরী সাউ, পিতা ভরত সাউ গত 11.3.2002 তারিখে ১৪৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে হাওড়া ADSR অফিসে প্রীমতী মালতী বাগানী স্বাক্ষরী জয়দেব বাগানী চকপাড়া মৌজা হাল ১৩৬৬ দাগের RS-১০৫৪ খতিয়ানে ২ কাটা ৬ হটাক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে যদি কারও কোন রূপ আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ (30) দিনের মধ্যে বালী জগায়া BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করবেন।

নোটিশ
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছে যে আমার নাম বিদেশ্বরী সাউ, পিতা ভরত সাউ গত 11.3.2002 তারিখে ১৪৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে হাওড়া ADSR অফিসে প্রীমতী মালতী বাগানী স্বাক্ষরী জয়দেব বাগানী চকপাড়া মৌজা হাল ১৩৬৬ দাগের RS-১০৫৪ খতিয়ানে ২ কাটা ৬ হটাক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে যদি কারও কোন রূপ আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ (30) দিনের মধ্যে বালী জগায়া BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করবেন।
Sealed tenders are invited from the bonafided Contractors/ outsiders for 2 works communicated under Memo no 146(8)/Dgpp/2025 dated 29/4/2025 for tender No. 01/ Dgpp/2025-26. Last date of Submission of technical & financial bid is 08/5/2025 up to 18.00 hrs . For details please contact the notice board & website http://etender.wb.nic. Sd/- Prodhan Dharampur Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/১৩, তারিখ ০২.০৫.২০২৫। ভারতের রেলপতির ভারত প্রিপালিয়ার চিফ মেটেরিয়াল মানেজার, দপ্তর বেলেগে, ডেপু চিফ মেটেরিয়াল অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ আডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, পার্লামেন্ট রোড, কলকাতা-৭০০০৪৫ ই-প্রেক্লরিকের সিটেমের জন্য ওরডনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট www.reps.gov.in -এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার প্রস্তাব ২৩টা বজা হতে ৩৯ নং ৫ টেন্ডার নং; খোলার বিধিটির তারিখঃ সকলি্প বিবরণঃ পরিমাণঃ ইমডেজি পরিমাণ যথাক্রমেঃ (১) ৩৩২০৩৩৬ঃ ৩০.০৬.২০২৫ঃ ফিহাট আইআর বগির জন্য হাইমালি ভাটিকালা ড্রাপ্পারঃ ১৪১৯০টিঃ ১৬.৮৭.৮০০ টাকা। (২) ৩৩২০৩০১৭ঃ ২৬.০৬.২০২৫ঃ অ্যালেস বগর পিডট বৃশঃ ১০৩৮১টিঃ ১০.৫২.৭৪০ টাকা। (৩) ৩৩২০৩০৯ঃ ২০.০৬.২০২৫ঃ ইন্টার কার গ্যাংগুরে মার্টিংগঃ ১০৭০টিঃ ১০.৯৪.৬২০ টাকা। (৪) ৩৩২০৩০২ঃ ১৮.০৬.২০২৫ঃ বগ জয়েন্ট ট্রাকশন লিভারঃ ১০৪৩টিঃ ৩.৪৭.১৬০ টাকা। (৫) ৩৩২০৩০১৩ঃ ১৬.০৬.২০২৫ঃ বগ জয়েন্ট রোলিং লিঙ্কঃ ১২৪৪৯টিঃ ৪.৬২.৩৬০ টাকা। (৬) ৩৩২০১৪৭৯ঃ ১২.০৬.২০২৫ঃ প্রাইমারি স্যাসেনশনের জন্য টিপসিট রিইয়ের সেটঃ ১১৫০ সেটঃ ৫.২৫.৪৩০ টাকা। (৭) ৩৩২০৫০০৫ঃ ১০.০৬.২০২৫ঃ রেলট্রেনিগের সররাহ ৫ সঙ্খ্যানঃ ৩৪৫ সেটঃ ১৩.৩৭.৭৮০ টাকা। (৮) ৩৩২০৫০৭৭ঃ ০৮.০৬.২০২৫ঃ এক্সপারিমিট-এর অংশ্য পরিবর্তী কিকিঃ ৬৬০ সেটঃ ১০.২৪.৬৩০ টাকা। (৯) ৩৩২০৫০০০ঃ ২০.০৬.২০২৫ঃ গিট সামগ্রী সর্ঘলিত অর্কে-৫০ হাই ক্যাপাসিটি ড্রাক্ট গ্যায়রের জন্য পিগডেইট কিকি-১ ইন্সট্রাঃ ১৮০ সেটঃ ২.২৯.৫৩০ টাকা। (১০) ৩৩২০৫২২৭ঃ ২৯.০৬.২০২৫ঃ ক্যানাল ২২ ইক্সেস ব্রিড (ফিজিকাল)-এর জন্য গিট সামগ্রী সর্ঘলিত পিইউ প্যাডেরে কিকি ইন্সট্রাঃ ১২২০০ সেটঃ ২০.০০.০০০ টাকা। (১১) ৩৩২০৫০০৬ঃ ০২.০৬.২০২৫ঃ অপারয়েভেড এক্টিভি-সিবি-র জন্য লক লিট লিভার আসেসব্লি ইন্সট্রাঃ ১৬৮০০ সেটঃ ২৭.৮৬০ টাকা। (১২) ৩৩২০৫০৫২ঃ ২০.০৬.২০২৫ঃ ক্যানাল ২২ একলব্রি এবং ক্যাসনাল ২২ ইক্সেস বগির জন্য বগি স্টারের পিডট টপ (সিলিকার টাইপ)ঃ ৩৬৩০টিঃ ৫.০০.৩০০ টাকা। (১৩) ৩৩২১৫১১৭ঃ ০৭.০৭.২০২৫ঃ কটিজ রোলার বিয়ারিংয়ের জন্য সাইড ফ্রেম কিকি (মোডো জ এবং ওয়াইড জ-এর জন্য)ঃ ২৬৮৭০টিঃ ৭.২৬.৩৭০ টাকা। (১৪) ৩৩২০৫০০১ঃ ১০.০৭.২০২৫ঃ উচ্চ ক্ষমতার ড্রাক্ট গ্যায়র প্যাড ইন্সট্রাঃ ১৮০০টিঃ ২.১৬.৮০০ টাকা। (১৫) ৩৩২০৫০০০ঃ ১৮.০৭.২০২৫ঃ অপারয়েভেড এক্টিভি-সিবি-র জন্য স্ট্রিকার ক্যাট গ্যায়র স্ক্রেক ইন্সট্রাঃ ৮২৭০টিঃ ৪.৭৭.৫৭০ টাকা। (১৬) ৩৩২০৫০১২ঃ ২৯.০৬.২০২৫ঃ ফিটসেড মোনো রুক কল্ট্রিগিপিয়ার উৎপাদন ও সরবরাহ ইন্সট্রাঃ ৫১০ সেটঃ ২০.০০.০০০ টাকা। (১৭) ৩৩২০৫০০২ঃ ২৩.০৬.২০২৫ঃ স্পেশাল ফ্রাট বিয়ারিং ব্রটঃ ২৭০২ সেটঃ ২০.০০.০০০ টাকা। (১৮) ৩৩২০৫১১৯ঃ ০২.০৬.২০২৫ঃ প্রিন্টেসড মোনো রুক কল্ট্রিগিপিয়ার উৎপাদন ও সরবরাহ ইন্সট্রাঃ ২০০০ সেটঃ ১১.৬৮.০০০ টাকা। (১৯) জিইএনএল বিজ নং. জিইএম/২০২৫/বি/৩৩৬৭১৭ঃ ২২.০৬.২০২৫ঃ অ্যাক্সেস ৭০৯০ (পার্ট ১) (কিউ২) অনুযায়ী ১.১ কেজি সমেত ওয়ার্কিং ভোল্টেজের জন্য এক্সপ্লোজিবে কেলস নিয়ারিয়ার তারিঃ ২২.০৬.২০২৫ঃ ১.১৮.৫০০ টাকা। (২০) ২৯২৪৪৮৫৫ঃ ২২.০৬.২০২৫ঃ ওয়াইড জ্যায়র ফ্রাট এক্সপ্লি সিইউ অর্কে ১০ লিভারঃ ৪৮০০ স্পিগলারামঃ ১.৬৭.৭৭০ টাকা। (২১) ২৫২৫০৫৭৮ঃ ২৮.০৬.২০২৫ঃ পাওয়ার সফিট আর্ফ ফিটসি কিউওপিঃ ৫০৭টিঃ ১.৮৮.৩০০ টাকা। (২২) ২২২৫০৮১ঃ ০৬.০৬.২০২৫ঃ ব্যাবিয়ারিং এবং বিয়ারিং ক্যাপের সেটঃ ২১৫৪ সেটঃ ১৮.৩৭.১২০ টাকা। (২৩) ২৫২৫০৬২২ঃ ১৭.০৬.২০২৫ঃ মাইক্রোপ্রসেসরসিকিউ ইলেকট্রনিক পিডড বক্য এনার্জি মনিটরিং বক্যঃ ৭৮টিঃ ৮.৪৭.৬৭০ টাকা। (২৪) ২৯২৫১৩১৮ঃ ০১.০৭.২০২৫ঃ কনভার্স/ট্রান্সফরমের জন্য ওয়েল কুমার রেডিওরঃ ৭৭টিঃ ৬.৮০.৪৪০ টাকা। (২৫) ২৯২৫১৩১৯ঃ ০৩.০৭.২০২৫ঃ মেন কনস্পের (গয়েল লুরিকেটঃ) ৪৬টিঃ ৬.৮৫.০৭০ টাকা। (২৬) ২৯২৫১৩১৭ঃ ০৮.০৭.২০২৫ঃ গ্রসারড মেন গ্যায়রঃ ১০৭ টিঃ ১২৯টিঃ ৫.৪৩.২২০ টাকা। (২৭) ২৯২৫১৩১৭ঃ ০৭.০৭.২০২৫ঃ ব্যাবিয়ারিং এবং বিয়ারিং ক্যাপের সেটঃ ১০৫০ সেটঃ ৯.০১.৯৪০ টাকা। (২৮) ২৯২৫১৩০০ঃ ৩০.০৬.২০২৫ঃ সিলিঙ্কিয়ার রোলার বিয়ারিংয়ের সেটঃ ২৮৪ সেটঃ ১১.৪৫.৩৩০ টাকা। (২৯) ২৯২৫০০০০ঃ ২৬.০৬.২০২৫ঃ টি.সি. মনোটি নিট্রিলার আসেসভেড, ৩০ মিনিট দীর্ঘঃ ১১৬৩০০ সেটঃ ২৭.৭০.২০০ টাকা।। অগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/ মারকারিগর জন্য ওয়েবসাইট www.irops.gov.in দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবে এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার প্রাথ্য হবে না। ইষ্টব্রা ও অন্যান্য সব টেন্ডারের অংশ নিতে এবং এর পরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিভাবার নিমিত্ত ওয়েবসাইট www.irops.gov.in দেখতে পারেন। (PR-115)

নোটিশ
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে আমার নাম রাজেন্দ্র মাহাতো, পিতা রামকৃষ্ণ মাহাতো গত ২০০২ সালে হাওড়া ADSR অফিসে (১) ৪১১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে গৌরিশংকর মন্ডল পিতা সন্মাসী চরন এবং (২) ৪১০ নং. আমমোক্তার দলিল মূলে নিমাই চন্দ্র মণ্ডল পিতা কৃষ্ণচন্দ্র চকপাড়া মৌজায় হাল ৭৬ দাগে ৭২৪, ২০৬৯, ৪৪৯৭ নং খতিয়ানে ১ কাটা ৪ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বিষয়ে যদি কারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ (30) দিনের মধ্যে বালী জগায়া BL & LRO তে যোগাযোগ করবেন

নোটিশ
আমার নাম সন্তোষ পাসওয়ান পিতা লক্ষী পাসওয়ান এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে গত ২০১৬ সালে হাওড়া ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বিয়িং নং 1189 ও আমমোক্তার নামা দলিল রূপে পরিমল দাস পিতা হরিদ্রপ চকপাড়া মৌজায় হাল 1343 দাগে 5143 খতিয়ানে ১ কাটা ১০ হটাক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এবিষয়ে যদি কারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ (30) দিনের মধ্যে বালী জগায়া BL & LRO তে যোগাযোগ করবেন।

নোটিশ
আমরা শ্রীলতা চৌধুরী ওরফে শ্রীলতা সিংহ স্বামী-রাসবিহারী সিংহ, নন্দিনী সিংহ, পিতা- রাসবিহারী সিংহ ইন্দ্রানী সিংহ পিতা- রাসবিহারী সিংহ ইন্দ্রানী সিংহ পিতা- রাসবিহারী সিংহ কে আমাদের মেয়ে ও ডালিনী রাজশ্রী সিংহ পিতা- রাসবিহারী সিংহ কে উনসানি মৌজায়

ঘরের মাঠে ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে সুনীল ছেত্রীদের উত্তরসূরীরা

নয়াঙ্গিন, ৫ মেঃ সাক্ষ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ শুরু হতে চলেছে আগামী ৯ মে। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল দল এবার শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে মাঠে নামছে। ২০১৫ সালের রানার্স-আপ হওয়ার পর ২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতায় শিরোপা জেতে ভারত। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবার টানা দ্বিতীয়বার জয় অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুত ভারতীয় তরুণ ফুটবলাররা। ২০২৫ সালের আসরে ভারত রয়েছে ‘গ্রুপ বি’-তে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হবে নেপাল ও শ্রীলঙ্কা। এই দুই দল যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ ছুঁতে দিতে পারে বলেই মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। তবে ভারতীয় কোচ বিবিয়ানো ফার্নান্দেস জানিয়েছেন, তার দলের প্রতিটি খেলোয়াড় আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং তারা শিরোপা ধরে রাখতে তৈরি। ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় সাক্ষ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ এবং সেই আসরেই ভারত দারুণ পারফরম্যান্স করে ফাইনালে ওঠে। গ্রুপ ‘বি’-তে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল দুর্দান্ত খেলেছিল। দুটি ম্যাচেই জয় পায় তারা, পাঁচটি গোল করে এবং একটি গোলও খায়নি। সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল বাংলাদেশ। ম্যাচটি ৯০ মিনিটে গোলাশূন্য ড্র হওয়ার পর গড়ায় টাইব্রেকারে, যেখানে ভারত ৪-৩ ব্যবধানে জয়লাভ করে। এরপর ফাইনালে স্বাগতিক নেপালের মুখোমুখি হয় ব্লু কোস্টস। ম্যাচে প্রথমে পিছিয়ে পড়লেও শাহবাজ খানের গোলে সমতা ফেরায় ভারত এবং ম্যাচ আবার টাইব্রেকারে গড়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, টাইব্রেকারে মঈনুদ্দিন খানের পেনাল্টি মিসের ফলে ভারত ৫-৪ ব্যবধানে হেরে নব্ব রানার্স-আপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আট বছর পর, ২০২৬ সালে ভারত আবারো এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং সেবার আর কোনো ড্রুল না করে পূর্ণ মর্যাদায় চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় ভারত। ২০২৫ সালে ভারতের সামনে বড় সুযোগ – টানা দ্বিতীয়বার সাক্ষ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়ন হওয়া। যদিও প্রতিপক্ষ নেপাল এবং শ্রীলঙ্কাও ভালো দল, তবে ভারতের বর্তমান স্কোয়াডে রয়েছে প্রতিভার ছড়াছড়ি। কোচ বিবিয়ানো ফার্নান্দেসের প্রশিক্ষণে দলটি ধারাবাহিকতা ও মানসিক দৃঢ়তায় ভর কবছে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, ব্লু কোস্ট কি আবারো তাদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে পারে? সমর্থকদের সাথে এখন আনন্দালাল প্রদেশের মাঠে, যেখানে তরুণ ভারতীয়রা লিপ্ত হয়ে নতুন ইতিহাস।

বড় সমস্যায় মোহনবাগান ফিফার রোষে আইএসএলে দ্বি-মুকুটজয়ী টিম

জুরিখ, ৫ মেঃ সলিডারিটি পেমেন্ট না করায় মোহনবাগানকে ট্রান্সফার ব্যান করল বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। মোহনবাগানের এক বিদেশি ফুটবলারের পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যায় ফিফায় অভিযোগ হওয়ায় ক্লাবকে ট্রান্সফার ব্যান করল ফিফা। সলিডারিটি পেমেন্ট কী? যে বিদেশি ফুটবলারকে সই করিয়েছে মোহনবাগান, তার পুরনো ক্লাব থেকে অ্যাকাডেমিকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। সূত্রের খবর সেই বিদেশি ফুটবলারের পেমেন্টের ১০ শতাংশ অর্থ না পাওয়ায় ফিফায় অভিযোগ জমা পড়ে। এরপরই মোহনবাগানকে ট্রান্সফার ব্যান করে ফিফা। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার কাছে এ বিষয়ে চিঠিও পাঠিয়েছে ফিফা। মোহনবাগানের



তরফে দাবি করা হয়েছে, ফিফার কাছে গত দু’বছর ধরে তারা এই বিষয়টি নিয়ে চিঠি দেয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ট্রান্সফার করার জন্য চিঠি পাঠালেও, ফিফা মোহনবাগানকে এর লিখে রিগ্লাই পাঠায়। অর্থাৎ মোহনবাগান যে সলিডারিটি পেমেন্টটা করবে, তা কোন পদ্ধতিতে বা প্রক্রিয়ার করবে তার জন্য চিঠি পাঠিয়ে জানতে চেয়েও নির্দিষ্ট করে কোনও উত্তর পায়নি। অবশ্য তার পরও প্রশ্ন উঠছে মোহনবাগানের ম্যানেজমেন্টকে নিয়ে। কার ভুলে বা দোষে এই সমস্যায় মোহনবাগান তা পরিষ্কার নয়। তবে সমস্যায় পড়ছে মোহনবাগানই। সদ্য সমাপ্ত মরসুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে মোহনবাগান। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে টানা দু’বার লিগ শিল্ড জিতেছে তারা। শুধু তাই নয়, আইএসএলে এ বার দ্বি-মুকুটও শিল্ডের পাশাপাশি নকআউট ট্রফিও জিতেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। সূত্রের খবর, যে বিদেশি ফুটবলারকে নিয়ে মোহনবাগান সমস্যায় পড়ছেন, তিনি বিশ্বকাপের জেন্স কামিসা।

হতাশাজনক পারফরম্যান্সের জের, ছাঁটাই হবেন ক্র্যাটকি?

মুম্বই, ৫ মেঃ এবারের মরসুমের শুরু থেকে খুব একটা ছন্দে ছিল না মুম্বই সিটি এফসি। কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে ড্র করেই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল গতবারের আইএসএল জয়ীরা। তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে ও আটকে যেতে হয়েছিল জামশেদপুর এফসির কাছে। পরবর্তীতে ফের দল ঘুরে দাঁড়ালেও সেটা বজায় থাকেনি বেশিদিন। সমগ্রের সাথে সাথেই আইএসএলের একাধিক ফুটবল দলের কাছে আটকে যেতে হয়েছিল দেশের বানিজ্য নগরীর এই ফুটবল ক্লাবকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব পড়ছিল লিগ টেবিলে। সেই নিয়ে হতাশা ছিল সকল সমর্থকরা। তবে দ্বিতীয় লেগে একের পর এক ফুটবল দলকে টেক্সা দিয়ে আইএসএলের প্লে-অফ নিশ্চিত করেছিল লালিয়ানজুয়াল। ছাংতেরা। এক্ষেত্রে লিগের শেষ আয়োজে ম্যাচে অনায়াসেই তাঁরা আটকে দিয়েছিল সুনীল ছেত্রীদের শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসিকে। যারফলে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল গতবারের আইএসএল জয়ীরা। তারপর আন্তর্জাতিক বিরতির পর গত সপ্তাহের শেষে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম নকআউট ম্যাচ সেলতে নেমেছিল মুম্বই শিবির। যেখানে তাদের লড়াই করতে হয়েছিল জেরাও জারাগোজার শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির বিপক্ষে। আগের ম্যাচে তাদের বিপক্ষে জয় আসায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক আত্মবিশ্বাসী ছিল মুম্বই সিটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত



লক্ষ্য ছিল ফুটবলারদের। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ছিটকে যেতে হয়েছে পরবর্তী রাউন্ডে। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশা সকল সমর্থকরা। গত বছর এই বিদেশি কোচের হাত ধরেই আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দেশের এই শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব। স্বাভাবিকভাবেই এবার তাঁর তত্ত্বাবধানে বাড়তি প্রত্যাশা ছিল সকলের। কিন্তু এবার বজায় থাকেনি সেই ধারা। এবার খালি হাতেই শেষ করতে হয়েছে ফুটবল সিজন। এমন পরিস্থিতিতে এবার

এই বিদেশি কোচকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সিটি ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, আগামী ফুটবল সিজনে আর হয়তো তাঁকে দলের দায়িত্বে রাখবে না মুম্বই সিটি এফসি। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যিই। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে কিরঘিজস্তানের এই ফুটবল ম্যানেজারের। তবে সেই চুক্তি ভেঙে এবার নয়া কোচ আনার পথে মুম্বই।

একই দিনে দু’বার বিশ্বরেকর্ড, নজির মহিলা সাতারুর

বুমরাহর সহ-অধিনায়কত্বে ইতি! নতুন নেতার খোঁজে বিসিসিআই



মুম্বই, ৫ মেঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আসন্ন ইংল্যান্ড সফরের জন্য জসপ্রীত বুমরাহকে ভারতের টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে বজায় রাখতে চায় না বলে সাংস্রতিক খবরে জানা গেছে। চলমান আইপিএল মরসুম শেষ হওয়ার পর ভারত ইংল্যান্ডে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য যাত্রা করবে। তবে, বুমরাহর চোটপ্রবণতার কারণে বিসিসিআই তাকে সহ-অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে নতুন কাউকে নিয়োগের পরিকল্পনা করছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুমরাহর শারীরিক সমস্যার কারণে তাকে এই দায়িত্ব থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে বুমরাহ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে পার্থে ভারতকে একটি অসাধারণ জয় এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কাজের চাপ ব্যবস্থাপনার কারণে তিনি সম্ভবত পাঁচটি টেস্ট ম্যাচের সবকটিতে খেলতে পারবেন না। এই কারণে ভারতীয় দলের ম্যানেজমেন্ট এখন একজন নতুন মুখের সন্ধান করছে। যিনি সিরিজের সব ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুভমান গিল এবং ঋষভ পণ্ড

নেতৃত্বের ভার দেওয়া হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। অভিজ্ঞ দ্রুতগতির বোলার জসপ্রীত বুমরাহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বারবার চোটের শিকার হয়েছেন। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে তার কাজের চাপের ফলে পিঠের

আরেকটি চোট তাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্রিকেট থেকে দূরে রাখে। বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি মিস করেন। আইপিএল ২০২৫-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রাথমিক ম্যাচগুলোতেও খেলতে পারেননি। সম্প্রতি তিনি

বিসিসিআই-এর বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এন্ট্রিলেসে পুনর্বাসনের পর ক্রিকেটে ফিরেছেন। বুমরাহ ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন খেলোয়াড়। তাই তার দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ারের কথা বিবেচনা করে বিসিসিআই তার কাজের চাপ সাবধানে ব্যবস্থাপনা করতে চায়। খবর অনুযায়ী, ইংল্যান্ড সফরে ভারত বেশ কয়েকজন রিজার্ভ দ্রুতগতির বোলার নির্বাচন করবে এবং তাদের ঘূর্ণন ভিত্তিতে ব্যবহার করবে। এই কৌশলের মাধ্যমে বুমরাহর উপর অতিরিক্ত চাপ কমানো হবে। এই পাঁচ ম্যাচের ইংল্যান্ড সফর ২০শে জুন থেকে শুরু হবে এবং শেষ ম্যাচটি ৩১শে জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। দীর্ঘ এই সিরিজে টানা পাঁচটি টেস্ট খেলা যেখানে পেস বোলারের জন্য কঠিন। তাই বুমরাহকে সঠিক সময়ে বিশ্রাম দেওয়া এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘায়িত করাই বোর্ডের মূল লক্ষ্য। অতএব, এই সিরিজে যথপ্রীত বুমরাহ মূলত বোলার হিসেবেই দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, তবে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব তার কাঁধে পড়ছে না। বরং একজন তরুণ ক্রিকেটারকে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করতে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।

লাল-হলুদের এই ডিফেন্ডারের দিকে নজর আইএসএলের একাধিক ক্লাবের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মেঃ দুরন্ত ছন্দে মধ্য দিয়ে এবারের ফুটবল মরসুম শুরুর পরিকল্পনা ছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গলের। সেইমতো তৎকালীন কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাতের নির্দেশ মতো মরসুমের শুরুতেই একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের দলে টেনেছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। যা নিঃসন্দেহে খুশি করেছিল সকল সমর্থকদের। কিন্তু সাফল্য মেলেনি। গত বছর ঐতিহ্যবাহী ডুবরা কাপের ফাইনাল খেললেও এবার ছিটকে যেতে হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালেই। যা ভালোভাবে নেয়নি সমর্থকরা। তবুও পরবর্তীতে দলের ভালো পারফরম্যান্সের আশায় বুক বেঁধেছিল সকল। সেখানে ও মিলেছে হতাশা। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম খয়টি ম্যাচেই নাস্তানাবুদ হতে হয় দলকে। এই পরিস্থিতিতে দলের দায়িত্ব হাডেন কুয়াদ্রাত। পরিবর্তে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় অম্বার ব্রজনের হাতে। তাঁর তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল দল। কিন্তু খেলোয়াড়দের চোট আঘাতের পাশাপাশি নানাবিধ সমস্যার দরুন বারংবার ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল ময়দানের এই প্রধানকে। যার দরুন

অনবদ্য লড়াই করে ও সুপার সিয়ের আশা গিয়েই রাখা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। তারপরে ও কলিঙ্গ সুপার কাপ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল সকলে। হতশ্রী পারফরম্যান্সের দরুন সেখান থেকে ও ছিটকে যায় দল। যারফলে ট্রফিহীন থেকেই শেষ হয়েছে



এবারের এই ফুটবল সিজন। তবে এই হতাশা ভুলে এখন থেকেই নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। বিগত কয়েক মাস ধরেই উঠে আসতে শুরু করেছে একাধিক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের নাম। তবে শুধুমাত্র সই করানোই নয়। নয়া মরসুমের কথা মাথায় রেখে বেশকিছু ফুটবলারদের রিভিজ ও

করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের। সেসঙ্গে এবার ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে নিশু কুমারের নাম। গত ফুটবল সিজনে থেকেই লাল-হলুদ জর্জিতে ফুটবল খেলে আসছেন এই ডিফেন্ডার। প্রথমবার যথেষ্ট নজর কাড়লে ও এবার খুব একটা

মশালবাহিনীতে তুখোড় ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারের যোগদানের সম্ভাবনা প্রবল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মেঃ ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব বর্তমানে একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ২০২৪-২৫ মরসুমে দলটির পারফরম্যান্স নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। দলের ফলাফল তেমন সন্তোষজনক নয়, এবং টিম ম্যানেজমেন্ট এখন দলকে পুনর্গঠনের জন্য তপস্বী। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবটি বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং নতুন খেলোয়াড়দের দলে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এরই মধ্যে ক্লেইটন সিলভাকে দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সল ক্রেসপো, মেনি বাউলি, হেন্ড্রি উইল্টে এবং রিচার্ড সেলিসের মতো বিদেশি খেলোয়াড়দেরও দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে একটি নাম সামনে এসেছে, যা সমর্থকদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করছে – তিনি হলেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার মিশুয়েল ফিগুইরা ডামাসেনো। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ইস্টবেঙ্গল বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের ২৫ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার মিশুয়েল ফিগুইরা ডামাসেনোর সঙ্গে দলবদলের আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মিশুয়েলের সঙ্গে এক বছরের চুক্তির জন্য আলোচনা চলেছে, যা মেডিকেল পরীক্ষার সফল সমাপ্তির উপর নির্ভর করছে। এই ট্রান্সফারটি সম্পন্ন হলে মিশুয়েল হবেন ইস্টবেঙ্গলের এই মরসুমের প্রথম বিদেশি সাইনিং। ক্লাবের প্রধান কোচ অম্বার ব্রজনের পরামর্শে মিশুয়েলকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি আগে বসুন্ধরা কিংসে ব্রজনের অধীনে কাজ করেছেন। এই পরিচিতি মিশুয়েলকে দ্রুত দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মিশুয়েল ফিগুইরা একজন বহুমুখী মিডফিল্ডার, যিনি আক্রমণাত্মক এবং রক্ষণাত্মক উভয় ভূমিকায় দক্ষ। তিনি মাঠের কেন্দ্রীয় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার জন্য পরিচিত। ইস্টবেঙ্গল এমন একজন নাম্বার ৮

এশিয়ান ফুটবলে একটি উচ্চতর তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান অবস্থা সমর্থকদের জন্য হতাশাজনক। ১৩টি ম্যাচে মাত্র দুটি জয় নিয়ে দলটি পয়েন্ট তালিকায় ১১তম স্থানে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবের



মালিক কোম্পানি ইমামি এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থিতিশীলতা এবং সৃজনশীলতা আনতে পারেন। মিশুয়েলের খেলার ধরন এই প্রয়োজনের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই। তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি, পাসিং নির্ভুলতা এবং গোলের সুযোগ তৈরি করার ক্ষমতার জন্য প্রশংসিত। বসুন্ধরা কিংসে তার পারফরম্যান্স তাকে দক্ষিণ

মধ্যে মিশুয়েল অন্যতম। বর্তমান বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্লেইটন সিলভা ইতিমধ্যেই দল ছেড়েছেন, এবং ক্রেসপো, বাউলি, উইল্টে এবং সেলিসের মতো খেলোয়াড়দেরও ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। মিশুয়েল ছাড়াও ইস্টবেঙ্গল আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলোচনা করছে। সূত্রের খবর, ভারতীয় ফুটবলার বিপিন সিং দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। এছাড়া, বসুন্ধরা কিংসের আরেকজন বিদেশি খেলোয়াড়ের সঙ্গেও আলোচনা চলছে। এই ট্রান্সফারগুলো সম্পন্ন হলে ইস্টবেঙ্গলের মারফাট এবং আক্রমণাত্মক বিভাগে নতুন শক্তি সঞ্চার হবে। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা দীর্ঘদিন ধরে দলের সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করছেন। ২০২৪ সালে কলিঙ্গ সুপার কাপ জয়ের পর সমর্থকরা আশা করেছিলেন যে দলটি আইএসএলে ভালো পারফর্ম করবে। কিন্তু বর্তমান মরসুমে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। মিশুয়েল ফিগুইরার মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সম্ভাব্য আগমন সমর্থকদের মধ্যে নতুন উৎসাহ জাগিয়েছে। তারা আশা করছেন যে এই নতুন সাইনিং দলের ভাগ্য বদলে দেবে। ইস্টবেঙ্গলের জন্য এই ট্রান্সফার উইন্ডোটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশুয়েল ফিগুইরার মতো খেলোয়াড়দের দলে নিয়ে আসার মাধ্যমে ক্লাবটি তাদের প্রতিযোগিতামূলক শক্তি বাতানোর চেষ্টা করছে। কোচ অম্বার ব্রজনের কৌশল এবং নতুন খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স দলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। সমর্থকরা এখন মুখিয়ে আছেন মিশুয়েলের মাঠে নামার জন্য এবং লাল-হলুদ জর্জিতে তার জাদু দেখার জন্য। আগামী দিনগুলো ইস্টবেঙ্গলের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা • ১ মে ২০২৫

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি

- “মন ভালো তো সব ভালো; স্ট্রেস কে বলুন বিদায়”
- রোবোটিক সার্জারি-ই হাটু প্রতিস্থাপনের আদর্শ সার্জারি
- ডিম্বাশয়ের ক্যানসার
- ক্যানসার চিকিৎসা এবং আধুনিক রেডিওথেরাপি
- মহিলা এবং ক্যানসার - কিছু সত্যকতা
- রেডিয়াল অ্যাজিওপ্লাস্টি
- অপ্রাপ্তবয়স্কদের জীবনোপায়নসিকচাপ
- মানসিক চাপ
- মানসিক চাপ থেকে মুক্তি
- একাকীত্ব ও মানসিক চাপ

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন